জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শুভাংশুকে শুভেচ্ছা

পৃথিবীতে পা রাখলেন শুভাংশু শুক্লা। দ্বিতীয় ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবে মহাকাশে ১৮ দিন কাটিয়ে ফিরলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন আপনাকে স্বাগতম। আমরা সত্যিই খুশি যে আপনি ফিরে এসেছেন

উত্তরে ঘাটতি

উত্তরে বৃষ্টির ঘাটতি। দক্ষিণবঙ্গে সামান্য বেশি বৃষ্টিপাত। এখন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ৩৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের তুলনায় ৪০ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি

দেউচা-পাঁচামিতে আগ্রহী ৬ সংস্থা ৩৫০০০ কোটির প্রকল্পে চূড়ান্ত চুক্তি

জলসীমা লঙ্ঘন, বাংলাদেশে আটক ৩৪ জন মৎস্যজীবী

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৩ ● ১৬ জুলাই, ২০২৫ ● ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 53 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 16 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে চরমে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ

আজ পথে মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ও বাঙালি-বিদ্বেষের প্রতিবাদে আজ রাজপথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত এই মেগা প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হবেন হাজার হাজার মানুষ। দলের নির্দেশ অনুযায়ী, কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, সল্টলেক, দমদম এবং ভাঙড় অঞ্চলের দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এদিন পথে হাঁটবেন নেত্রীর সঙ্গে। যেভাবে লাগাতার বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার এবং বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রতিবাদে ঝড় তুলবে তৃণমূল কংগ্রেস। শুধুমাত্র কলকাতাতেই নয়, বেলা ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত সারা রাজ্যজুড়েই হবে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। দিল্লি, রাজস্থান, ওড়িশার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় সব জায়গাতেই একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। কোথাও বাঙালি শ্রমিকদের আটকে রেখে অত্যাচার চালানো হয়েছে। আবার কোথাও বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে হেনস্তা করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ে বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিককে আটকে রাখা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বাংলার উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকজন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। দিল্লির বসন্তকুঞ্জের ঘটনা তো এখন গোটা ভারতবর্ষ জেনে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের একটি টিম সেখানে লাগাতার পড়ে থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। যত দিন যাচ্ছে এই পরিস্থিতি আরও বাড়ছে। প্রথমদিন থেকেই এর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা রক্ষায় এবার তিনি তাঁর দল নিয়ে রাজপথে। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এই অন্যায়-অত্যাচারের সমাধান চান। নেত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্য থেকে এখানে এসে কাজ করেন। কই তাঁদের সঙ্গে তো এরকম ব্যবহার আমরা কেউ করি না! তবে ভিন রাজ্যে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা শ্রমিকদের সঙ্গে কেন এই ধরনের ব্যবহার হবে! বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি হয়ে যায় নাকি! গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কোথাও কোনও রাজ্যেই যেন আর এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেটাই চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটাই চায় বাংলা।

- দিল্লিতে বাঙালি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে টানা ধরনা
- অসমে বাঙালি হিন্দুদের নাম এনআরসি তালিকায়
- মহারাষ্ট্রে বাংলার মতুয়াদের হেনস্তা
- ছত্তিশগড়ে আটক বাঙালি শ্রমিক, প্রতিবাদ

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মাপবে

কত ধানে কত চাল
মাপবে?
এসো যাচাই করি,
কাঁপবে।
তেলা মাথায় তেলকড়ি
জমাবে?
এই করেই তো ব্যবসা হলো
ভাবেবে?
কুৎসার শকুনের ভাগাড়
স্বভাবে?
জীবন যুদ্ধে লড়াই-এর চ্যালেঞ্জ
দেখবে?
ধমকানি ধামাকার উথাল পাতাল
সামলাবে?
না পারলে, কত ধানে কত চাল
মাপবে?

কেন্দ্রের কুনজরে শিঙাড়া-জিলিপি

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের খাদ্য-ফতোয়া নিয়ে প্রতিবাদে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিঙাড়া ও জিলিপি নিয়ে কেন্দ্রের ফতোয়ার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে এখন থেকে নাকি শিঙ্গাড়া/জিলিপি খাওয়া যাবে না। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও বিজ্ঞপ্তি নয়। আমরা সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকরও করব না। আমার মনে হয়, শিঙ্গাড়া এবং জিলিপি অন্যান্য রাজ্যেও জনপ্রিয়। সেইসব রাজ্যের মানুষরাও এই খাবারগুলি ভালবাসেন। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা সঠিক কাজ নয়।

মানব না : মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রের দাবি, সিগারেটের মতোই সমান ক্ষতিকর শিঙাড়া-জিলিপি। সেই কথা মনে করাতেই নাকি এবার এই খাবারগুলির উপর লেখা থাকবে, বিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ। (এরপর ১০ পাতায়)

একুশে জুলাইয়ের খুঁটিপুজোয় রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি-সহ দলের নেতা-কর্মীরা। ধর্মতলায়। মঙ্গলবার।

ডিভিসির বেয়াদপি, বিপদে বাংলা

প্রতিবেদন : বর্ষা এবার অনেকটা আগেই এসে পড়েছে। তার উপর ডিভিসির আগাম না-জানিয়ে লাগাতার জল ছাড়ার ফলে রাজ্যের একাধিক জেলায় নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ-ব্যাপারে এদিন ফের ডিভিসির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ১৮ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত ডিভিসি প্রায় ২৭ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে রাজ্যকে না জানিয়ে। তিনি জানান, ১৫ বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় ভুগছি। বহুবার (এরপর ১০ পাতায়)

১৮ জুন থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত জল ছাড়া হয়েছে ২৭ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার

নবান্ন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন মুখ্যসচিব, ডিজি-সহ অন্য আধিকারিকরা।

নিশানায় ময়মনসিংহে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি

প্রতিবেদন : বাংলাদেশের ময়মনসিংহে সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৈতৃক ভিটে ভেঙে ফেলার খবর সামনে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক্স (সাবেক ট্যুইটার)-এ দেওয়া পোস্টে তিনি বিষয়টিকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রায় পরিবার বাংলার সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ। তাই আমি মনে করি, এই বাড়ি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি আরও জানান, এই ঐতিহাসিক বাড়িটি সংরক্ষণের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকার এবং (এরপর ১০ পাতায়)

ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 July, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৯
অরুণা আসফ আলি
(১৯০৯-১৯৯৬) পাঞ্জাবের কালকাতে জন্মগ্রহণ করেন। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেন। নেহরু পুরস্কার পান। দিল্লির প্রথম মহিলা মেয়র। পদ্মবিভূষণ ও ভারতরত্ন উপাধিতে সম্মানিত হন।

১৯৪৫
নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগর্ডোতে
প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাল আমেরিকা। পরের মাসেই সেই বোমা পড়ল হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে।

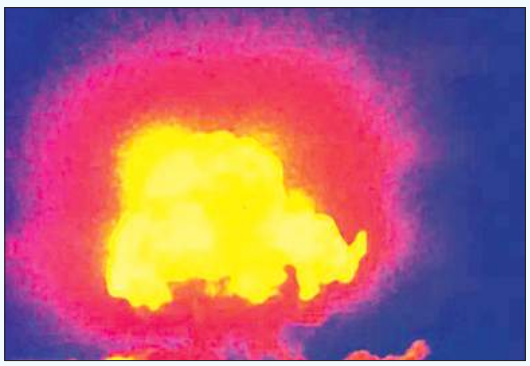

১৯৬৯
ফ্লোরিডার স্পেস সেন্টার থেকে
উৎক্ষেপণ হল অ্যাপলো ১১-র। দু'দিন পর চাঁদের বুকে নামলেন দুজন মানুষ, আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন।

১৯৫৯
সুহৃদকুমার রায়
সুহৃদকুমার রায় এদিন আসানসোলে প্রয়াত হন। খ্যাতনামা ভূবিজ্ঞানী। ১৯৩৮-এ ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থার ভূতত্ত্ববিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। জিওলজিক্যাল, মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার সভাপতি হন। ১৯৪০-এ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৯৯
মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির
একমাত্র পুত্র জন কেনেডি জুনিয়র এদিন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। বিমানটি তিনিই চালাচ্ছিলেন। মার্থার আঙুর খেতে বিমানটি ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকাও মারা যান।

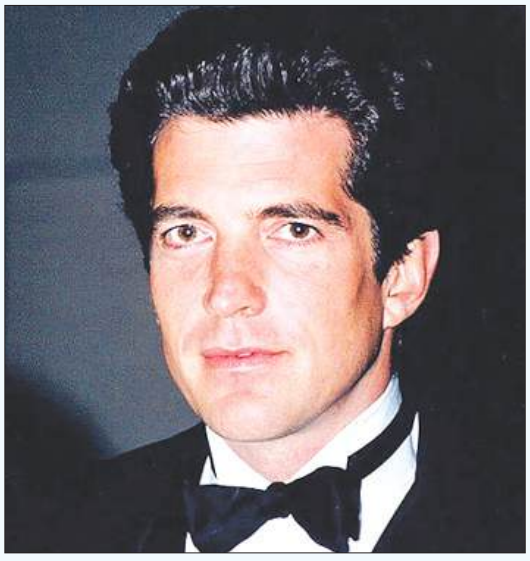

১৫ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১২৫০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৭৪	৮৫.৪৯
ইউরো	১০১.১৫	৯৯.৫৪
পাউন্ড	১১৬.৪৫	১১৪.৫৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শাহিদ কাপুর

■ ইমন চক্রবর্তী

পার্টির কর্মসূচি

একুশে জুলাই শহিদ স্মরণে 'ধর্মতলা চলো'র সমর্থনে মেদিনীপুর লোকসভার সাংসদ জুন মালিয়ার নেতৃত্বে প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে। রয়েছেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৪৪

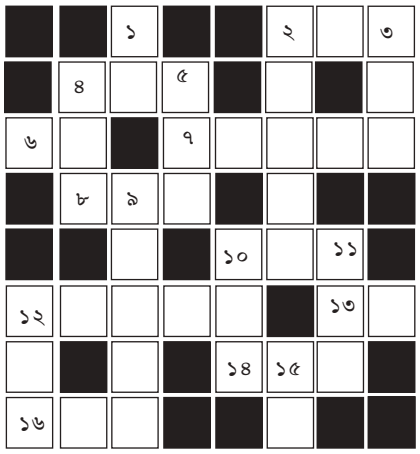

পাশাপাশি : ২. পেষণ, চূর্ণন ৪. যেখানে পাখি বিচরণ করে ৬. নাম, উপাধি ৭. শ্রমিক ৮. কন্যা, মেয়ে ১০. পুস্তক বা খাতার বাইরের আবরণ ১২. ফিরে আসা ১৩. সর্বদা, সতত ১৪. সহায়ক ১৬. দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. মাথা, মগজ ২. (আল.) উৎফুল্ল হয়ে ওঠা ৩. বন্ধু, সঙ্গী ৪. নগণ্য ৫. দুর্গার গান ৯. পাহারাওয়ালা ১০. সর্পের দেবী, নাগমাতা ১১. সালসা ১২. প্রকাশ, উদ্‌গম ১৫. ত্রিপুরার অন্যতম নদী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৩ : পাশাপাশি : ১. আমিরজাদা ৪. পঠন ৫. ঝাঁটাতারা ৬. অপগুণ ৮. ভরন ৯. সওদাগর। **উপর-নিচ :** ১. আনকোরা ২. রক্ষিণী ৩. দারগ্রহণ ৫. ঝাঁপসন্ন্যাস ৬. অঙ্গভর ৭. মর্যাদা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নকল সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে ঋণের টাকা হাতানোর তদন্তে এবার রাজস্থানে অভিযান কলকাতা পুলিশের। নকল সোনার গয়না জালিয়াত গ্যাংয়ের সদস্য ধরম সিং নামে এক চক্রীকে ধরলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা

আমারশহর

16 July, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ জুলাই ২০২৫
বুধবার

একুশে জুলাই সমাবেশ মঞ্চের খুঁটিপুজো ধর্মতলায় ■ প্রস্তুতি তুঙ্গে

■ ধর্মতলায় মঙ্গলবার একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশ মঞ্চের খুঁটিপুজো। রয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অশোক দেব, অলোক দাস, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

রীতি মেনে খুঁটিপুজো ধর্মতলায়

একুশে জুলাইয়ের ভিডিও পোস্ট ■ গান প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আর মাত্র ক'টা দিন, আগামী সোমবার একুশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক শহিদ সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষে ভরে যাবে কলকাতার রাজপথ। তার আগে প্রথামাফিক মঙ্গলবার হল খুঁটিপুজো। প্রতি বছরের মতো এবছরও ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সমাবেশ মঞ্চ তৈরির আগে খুঁটিপুজো সারা হল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির উপস্থিতিতে। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, বিধায়ক অশোক দেব, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, স্বরূপ বিশ্বাস, যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক নির্মল মাজি, আলোক দাস, জয়া দত্ত, টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, শক্তিপ্রতাপ সিং, শ্রেয়া পাণ্ডে-সহ আরও অনেকে। এবারও মূল মঞ্চ ছাড়া থাকছে শহিদ পরিবারের জন্য মঞ্চ এবং দলের জনপ্রতিনিধিদের জন্য প্রতিবছর যেরকম ব্যবস্থা থাকে সবটাই থাকছে। মূল মঞ্চে রাজ্য নেতৃত্ব ছাড়াও থাকবেন সমাজের বিশিষ্ট ক্ষেত্রের মানুষজন।

এই খুঁটিপুজোর আবহেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একুশে জুলাইয়ের ভিডিও পোস্ট-সহ গান সামনে আনলেন। সকল বাধা ছিন্ন করে জাগবে যৌবন নতুন সুরে বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে... গানে রয়েছে, বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে সকল বাধা ছিন্ন করে, জাগবে যৌবন নতুন সুরে, বৈশাখে দুরন্ত, অশান্ত ঝড়ে, মুছে যাক, যত আজ দুঃখ যে অন্তরে... ভেঙে যাওয়া মোহনার স্বপ্নকে সঞ্চয় করে... বিশ্ববাংলা আসবে বাংলার দ্বারে, বুকের ভাঙা পাঁজর, বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে, সকল বাঁধা ছিন্ন করে জাগবে যৌবন নতুন সুরে বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে... দূরে ফেলে দিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি, স্পন্দনে আসবে স্বপ্নের হাতছানি... আকাঙ্ক্ষা নয়, চাই জীবনের এই ভাষা ওই সূর্যোদয়ে চাই নিত্য প্রত্যাশা, সব বাধা-বিপদ ছিন্ন করে, বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে সকল বাধা ছিন্ন করে জাগবে যৌবন নতুন সুরে...

■ ধর্মতলায় খুঁটিপুজোয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

কেন এই একুশে জুলাই? পুলিশের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যান ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী। রক্তে লাল হয়ে যায় কলকাতার রাজপথ। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শহিদরা হলেন বন্দনা দাস, মুরারি চক্রবর্তী, রতন মণ্ডল, বিশ্বনাথ রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম দাস, কেশব বৈরাগী, শ্রীকান্ত শর্মা, দিলীপ দাস, রঞ্জিত দাস, প্রদীপ রায়, মহম্মদ খালেক, ইনু।

বাজারে জাল আধার দায় এড়াচ্ছে বিজেপি

প্রতিবেদন : আধার নিয়ে এখন দায় ঠেলতে চাইছে বিজেপি। ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আধার অ্যাক্টের মাধ্যমে দেশের জনগণকে ভোটার কার্ডের পাশাপাশি আধার কার্ড করানোকেও বাধ্যতামূলক করেছিল। আর এখন সেই বিজেপিই মানুষকে বিশ্বাস করাতে চাইছে আধার কার্ড নাকি রাজ্য সরকার দেয়! আধারের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তাকে লাটে তুলে দিয়ে এখন দায় ঠেলা বিজেপির এই নোংরা রাজনীতির পর্দাফাঁস করল তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে আধার কার্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুরনো একটি বক্তব্যের ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে দলের তরফে। যেখানে 'প্রচারলোভী' প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন কীভাবে বিজেপি সরকার দেশের ৯৬ শতাংশ মানুষকে আধার কার্ড দিয়েছে এবং আগামীতে ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে আধারের আওতায় আনবে বিজেপি। এখানেই তৃণমূলের প্রশ্ন, এখন আধার প্রদান নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি রাজ্যের দিকে দায় ঠেলছে কেন? গোটা সিস্টেমে যদি জাল আধার কার্ড ছেয়ে যায়, সেটা তো কেন্দ্রের মোদি সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা! মোদিজির দাবি, আধার কার্ড জনগণের ক্ষমতায়নের প্রতীক। তাহলে সেই প্রতীককে জাতীয় নিরাপত্তায় ভয়ের কারণে পরিণত করার দায় কে নেবে? কেন্দ্রের হাফমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের আওতাধীন ইলেক্ট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের অধীনস্থ বিধিবদ্ধ সংস্থা ইউআইডিএআই দেশের জনগণের জন্য আধার কার্ড ইস্যু করে। তাহলে বাজারে ভুয়ো আধার কার্ড ভরে যাওয়ার দায় কেন নেবেন না সেই হাফমন্ত্রী?

৩৪ মৎস্যজীবী আটক বাংলাদেশে

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ৩৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। রবিবার গভীর রাতে মোংলা বন্দরের কাছাকাছি বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে মাছ ধরতে দেখে তাঁদের ধাওয়া করে আটক করে বাংলাদেশি নৌবাহিনী। ধৃতদের সঙ্গে ছিল দুটি ভারতীয় ট্রলার— 'এফবি ঝড়' ও 'এফবি মঙ্গলচণ্ডী ৩৮'। ওই দুটি ট্রলার কাকদ্বীপ থেকে কিছুদিন আগে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। কাকদ্বীপ এলাকা থেকে এই মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। গভীর সমুদ্রে গিয়েই তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করে। আটক মৎস্যজীবীদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে পরিবার।

তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত আইএসএফ কর্মী

প্রতিবেদন : ভাঙড়ে তৃণমূল-নেতা খুনে গ্রেফতার আরও এক। বৃহস্পতিবার রাতে চালতাবেড়িয়ার অঞ্চল সভাপতি রাজ্জাক খানকে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ধৃত মোট ৫। রবিবার ভোররাতে ধৃত মূল অভিযুক্ত মোফাজ্জেল মোল্লাকে জেরা করে ইতিমধ্যেই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার বসিরহাট থেকে আরও এক চক্রীকে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সোমবার গভীর রাতে হাসনাবাদের নতুন মসজিদ এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে রফিকুল খান নামে বছর ৩৭-এর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভাঙড়ের চক মরিচার বাসিন্দা ধৃত যুবক এক সক্রিয় আইএসএফ কর্মী বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মঙ্গলবার তাকে বারুইপুর আদালতে পেশ করে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

আবেদনের মেয়াদ বাড়ল

প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উচ্চশিক্ষা বিভাগের সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হলো আরও দশদিন। আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে আবেদন করার সুযোগ পাবে শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার ১৫ জুলাই পর্যন্ত পোর্টালে আবেদন করার শেষ দিন ছিল। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থেই এই সময়সীমা আরও বাড়ানো হল। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার সন্ধে ছ'টা অবধি ৩,৪৮,২৯৪ জন ছাত্রছাত্রী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। এই নিয়ে মোট আবেদন জমা পড়েছে ১৯,৯৩,৪৩৩টি। নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা রয়েছে ৩,৭৮৭ জন। চ্যাট বট বীণা উত্তর দিয়েছে ৪২,৪৪৬টি প্রশ্নের।

প্রসঙ্গত, এর আগেও একবার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। তখন পয়লা জুলাই অবধি প্রথম পর্যায়ের ভর্তির জন্য আবেদনের শেষ দিন ছিল। সেই সময়সীমা বাড়িয়েই ১৫ জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছিল।

তৃতীয় সেমিস্টারের নির্ঘণ্ট প্রকাশ

প্রতিবেদন: চলতি বছর থেকে শুরু হয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার সিস্টেম। দুই বছর মিলিয়ে মোট চারটি সেমিস্টার হবে। তার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তৃতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের। চলতি বছরে তৃতীয় সেমিস্টারের রুটিন ও গাইডলাইন প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। মোট ১২ দিন পরীক্ষা চলবে। সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ পর্যন্ত হবে পরীক্ষা। তবে ঐচ্ছিক বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১০টা থেকে ১০.৪৫টা পর্যন্ত। এছাড়াও বেশ কিছু গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। একমাত্র অনলাইনে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হতে হবে পরীক্ষার্থীকে। পরীক্ষার্থীদের কাছে কোনওরকম ইলেকট্রনিক গেজেট পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় এবং পরীক্ষক রাখার কথা বলা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। পরীক্ষা চলাকালীন বিদ্যুৎ যাতে যথাযথ থাকে সেই বিষয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষক ও পরিদর্শকদের সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হবে।

সম্পাদকীয়

16 July, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খাবারে ফাজলামি

বিজেপি আসলে ফতোয়ার সরকার। ব্যক্তি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর দেশটাকে চালানোর চেষ্টা। একবিংশ শতাব্দীতে নয়, অষ্টাদশ শতকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবরকমের কেরামতি দেখা যাচ্ছে বিজেপির মধ্যে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদী। স্পষ্ট কথাটা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে বলতে এতটুকু পিছপা হন না। মঙ্গলবার হঠাৎ করে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রক একটি নির্দেশিকা দিয়েছে। সেই নির্দেশিকায় বলেছে, সিগারেট-বিড়ির উপর যেভাবে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ লেখা থাকে, ঠিক তেমনিভাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রক এবারে শিঙাড়া ও জিলিপির উপর সতর্কীকরণ বার্তা রাখবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এ আবার কী ধরনের নির্দেশ? এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও বিজ্ঞপ্তি নয়, সরকার এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করা হবে না। শিঙাড়া এবং জিলিপি শুধু বাংলায় নয়, অন্য রাজ্যেও জনপ্রিয়। তাঁরাও এই খাদ্যবস্তু ভালবাসেন। বাংলার সরকার মানুষের খাদ্যাভাসের উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেনি, করবেও না। আসলে বাংলার উপরেই কুনজর। বাংলার সবকিছুতে বাধা দেওয়া। রাজ্যে কে কী খাবেন তা সেই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করেন এবং করবেন। খাদ্যের গুণমান ঠিক থাকলে অসুবিধা কোথায়? আসলে ষড়যন্ত্রই হল লক্ষ্য। সবটাই হল লোকদেখানো নাটক। গরিব মানুষের সস্তার খাবার ও জীবিকাকে অপরাধী বানানো হচ্ছে। ছোট ব্যবসায়ীদের ভাতে মারার চেষ্টা হচ্ছে। প্রশ্ন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলির প্রক্রিয়াজাত খাবার নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক নীরব কেন?

e-mail থেকে চিঠি

বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে পথে নামুন একসাথে

রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি-বিরোধী যেন একটা হিড়িক উঠেছে। কখনও ওড়িশা, কখনও দিল্লি, কখনও অসম, কখনও মহারাষ্ট্র বা রাজস্থান। তবে বাঙালি বিরোধিতায় অসমের বিজেপি সরকার যে 'সাফল্য' ও 'দক্ষতা' দেখিয়ে চলেছে, হিমন্ত বিশ্বশর্মা মোদি-রত্নটত্ন কিছু একটা পেলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। জিপিওর সামনে কত রকমের ফর্ম বিক্রি হয়, এটার ফর্মও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তিনি তাতে লিখতে পারবেন, কীভাবে সেই স্বাধীনতা পরবর্তী হিংসার যুগে অসমকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বাঙালিদের ভোটে জিতেও কীভাবে বাংলাভাষীদের ভিটেমাটিহীন করে ছেড়েছেন। ঘোষণা করেছেন, 'মাতৃভাষা বাংলা লেখা মানেই সে বিদেশি।' বাংলাদেশি। এভাবেই তিনি অসমকে বাঙালিশূন্য করবেন। কিন্তু হিমন্তবাবু হয়তো ভুলে যাচ্ছেন, তাঁর রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ বাঙালি। আজ থেকে নয়। প্রায় ১০০ বছর ধরে। তিনসুকিয়ায় বাঙালি থাকেন প্রায় ৭৫ হাজার। ডিব্রুগড়ে ৫০ হাজার। গুয়াহাটির প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষই বাঙালি। বিধানসভা কেন্দ্রের নিরিখে হিসেব কষলে সর্বত্র ২০ থেকে ২৫ হাজার বাঙালি ভোটার মিলবেই। তা সত্ত্বেও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য একটাই— বাঙালিকে হাতে ও ভাতে মারা। তাই তাঁর ঘোষণা, অসমের রাজ্য ভাষা একটাই— অসমিয়া। নিশ্চিহ্ন করে দাও বাংলাকে। ভুলিয়ে দাও সেই ভাষা আন্দোলন। গুলিতে লুটিয়ে পড়া ১১টা প্রাণ। ট্রেনে চেপে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসার সময় সেই আক্রমণ। লুটপাট। চিরকালের মতো নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বাঙালি মেয়েরা। এই দেশে আমরা থার্ড গ্রেডেড নাগরিক? নাকি নাগরিকই নই? এই অধিকার একটা সাম্প্রদায়িক দলকে কে দিয়েছে? এই দেশের স্বাধীনতায় বাঙালির যা অবদান, তার একচুলও তাদের নেই। দেশ কাকে বলে আদৌ বোঝে কি বিজেপি? এই প্রশাসনিক অপদার্থরা মনে করে, পশ্চিমবঙ্গ নামে একটা রাজ্য যে ভারতের মানচিত্রে নেই। আছে শুধু সীমান্তের ওপারের একটা দেশ— বাংলাদেশ। বাংলায় যারা কথা বলে, তারাই বাংলাদেশি। কাঁটাতার পেরিয়ে তারা এদেশে ঢুকেছে। ভোটার কার্ড, আধার নম্বর জোগাড় করেছে। তারপর সেই ভুয়ো পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে সর্বত্র ঘুরছে। এটা কেন? রহস্যটা কী? অমিত শাহের দাবিপূরণ? এনআরসির দাবি? বিজ্ঞপ্তি জারি করে, ঢাকঢোল পিটিয়ে গোটা দেশে এনআরসি যে চাপানো যাবে না, সেটা আমাদের মহামান্য ভারত সরকার ভালই বুঝে গিয়েছে। আর সত্যি বলতে কী, গোটা দেশ বিজেপির লক্ষ্যও নয়। পাখির চোখ একটিই— বাংলা। এ রাজ্য গেরুয়া বাহিনীকে ক্ষমতার স্বাদ পেতে দেয় না।

— **শান্তনু দাশগুপ্ত, উমাশঙ্কর কলেজ, বাগুইআটি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

জননেত্রী ফের রাজপথে
বাংলা-বিদ্বেষীরা হুঁশিয়ার

বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালির হেনস্থা। বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় রাজপথে তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা। দিল্লির ঠগি ও বর্গিদের ঠেকাতে আজ সব বাঙালির পথে নামার দিন। দ্রোহ-লগ্নে প্রতিবাদে ফেটে পড়ার দিন। এখনও যদি চুপ করে থাকি, তবে নিশ্চিত বাঙালি অস্মিতার বিসর্জন। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

আমি বাংলায় গান গাই। আমি বাংলার গান গাই। / আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই।—সদ্য প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট মুক্তমনা গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়। অন্তিম সময়ে দূরদর্শী মানুষটি হয়তো সেই কাউন্টডাউন শুনতে পেয়েছিলেন। অমৃতপথগামী হওয়ার মাত্র ক'দিন আগে হাসপাতালে দেখতে আসা মুখ্যমন্ত্রীকে উদাত্ত কণ্ঠে বাংলার এই গান শুনিয়েছিলেন তিনি।

এভাবেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, কোকিলকণ্ঠী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় থেকে সন্ত মাদার টেরেজার মতো অসংখ্য স্নেহভরা আশীর্বাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বারংবার বর্ষিত হয়েছে।

বাংলার মনীষীরা যোগ্য উত্তরাধিকারী বাছতে কালবিলম্ব করেননি। প্রশ্রয় ও স্নেহাশিসের মধ্যে বাংলা ও বাঙালির উত্তরাধিকারের ব্যাটন তুলে দিয়েছেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সেই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দিল্লির দৈত্যদের মোকাবিলায় সদা তৎপর তিনি। ঠগি বা বর্গিদের আমরা চোখে দেখিনি। কিন্তু তাদের ভয়াবহ ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। দিল্লির নব্য-ঠগি-বর্গিদের স্বৈরাচার যখন দেশ জুড়ে ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে ঠিক তখনই প্রবল বাঙালি-বিরোধী বিজেপির মুখোশ টেনে খুলতে ফের রাজপথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশ জুড়ে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাঙালির ওপর নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছে, বাংলায় কথা বলার জন্য যে পৈশাচিক আঘাত পদে পদে বাঙালিকে ক্ষতবিক্ষত করছে তার প্রতিবাদে আজ বুধবার কলকাতার রাজপথে নামছেন বঙ্গজননী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহামিছিলে তাঁর সেনাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমানতালে পা মেলাবেন। বাঙালির অস্মিতা রক্ষার লড়াইয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মিছিল সংগঠিত হবে। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে হয়তো রাজ্যের আন্দোলন। কিন্তু এর তর্জন-গর্জন ধ্বনিত হবে দিল্লি হয়ে দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায়। হ্যাঁ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাতৃসমা দিদি যখন পথে নামেন আকাশবাতাস এভাবেই মুখরিত হয়।

এইমুহূর্তে সারা ভারত জুড়ে গৈরিক দখলদারদের ওয়ান অ্যান্ড ওনলি টার্গেট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। বিধানসভা ভোটের আগে বিহারকে ভায়া করে ঘুরিয়ে এনআরসি লাগু করার যে অপচেষ্টা চলছে তা কিন্তু হিমশৈলের চূড়ামাত্র। বলা চলে বিহারকে

গিনিপিগ বানিয়ে টেস্ট স্যাম্পেল সংগ্রহ করে বাংলার ওপর সেই ফর্মুলা প্রয়োগ করবে বিজেপি। বিহারে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের বকলমে বিজেপির এই নোংরামোর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন প্রবীণ আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পুত্র তেজস্বী। অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে ৩৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে তাতে অশনিসঙ্কেত দেখা দিয়েছে। এদের অনেককে বিদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতাও মারাত্মক। যার তীব্র বিরোধিতা করছে বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য হার নিশ্চিত জেনে বিরোধী ভোটারদের নাম এভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কোনও এক্তিয়ার নেই নাগরিকত্ব বাতিল করার।

বাংলাতেও কিছুদিন আগে ভোটার তালিকায় ভারতীয় জনতা পার্টির জুমলাবাজদের 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' করার অপচেষ্টা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল সাংসদদের সক্রিয় অবস্থানে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল তা সংশোধনে। কিন্তু ভবি কি তাতে ভোলে? ফের ঘুরপথে অসভ্যতা শুরু হয়েছে। অন্যায়ভাবে কোচবিহারের বাসিন্দা রাজবংশী সম্প্রদায়ের উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে হঠাৎ করে অসম থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে তিনি নাকি অসমের বাসিন্দা। তুফানগঞ্জের আরতি ঘোষের অসমে বিয়ে হওয়ার পর একইভাবে এনআরসি'র গেরোয় তার ভোটাধিকার বাতিল করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে তিনি বাপের বাড়ি তুফানগঞ্জ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন। প্রবল বাঙালি বিরোধিতার বাতাবরণে মুখ খুলে কার্যত ঘৃতাহুতি ঢেলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেছেন, মাতৃভাষা বাংলা লিখলেই নাকি ধরে নিতে হবে বাংলাদেশি! বস্তুত, বাঙালি বিদ্বেষের চরম সীমা লঙ্ঘনে অসমের পথে হাঁটছে অধুনা বিজেপি-শাসিত বাংলার আরেক পড়শি রাজ্য ওড়িশা। সেখানেও বাংলাদেশি তকমা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিককে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর পদক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পিছু হঠেছে হঠকারী ওড়িশা সরকার। দিল্লিতেও বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বাংলার প্রতি বিদ্বেষ চরমে উঠেছে। দিল্লির অভিজাত বসন্তকুঞ্জের পিছনে পূতিগন্ধময় আরও এক কুঞ্জ জয় হিন্দ কলোনিতে কোনওরকমে মাথাগুঁজে থাকেন পশ্চিমবাংলার শ্রমিকরা। বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে তাঁদের ওপর শুরু হয়েছে ভয়াবহ গেরুয়া-নির্যাতন। ভাতে মারার চেষ্টা হচ্ছে হতদরিদ্র মানুষদের। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেখানে ২৪ ঘণ্টার অবস্থানে বসেছেন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, দোলা সেন, সাকেত গোখলে ও সাগরিকা ঘোষরা। বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রেও বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে দেবেন্দ্র ফড়েনবিশের বিজেপি সরকার।

সত্যি কথা বলতে, সোজা পথে কিছুতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বাংলা দখল করতে পারছে না গৈরিক গোয়েবলসরা। বাংলায় এসে বারবার সেই অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা পড়ছে। আটকে যাচ্ছে যাবতীয় আস্ফালন। একের পর এক নির্বাচনে বাঙালি বিরোধী বিজেপির হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ উদারমনা পশ্চিমবঙ্গবাসী।

বস্তুত, ২০১৪-তে প্রোপাগান্ডার প্যাকেজে দিল্লি দখলের পর থেকেই নানা অগণতান্ত্রিক উপায়ে বাংলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্গির দল। পঙ্গপালের মতো শস্যশ্যামলা সবুজ বাংলায় আগ্রাসন চালাচ্ছে। কখনও মিথ্যে অপবাদে এজেন্সি লেলিয়ে আবার কখনও প্রাপ্য অধিকার থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করে। সেজন্য একাধিকার আদালতের ভৎর্সনা শুনেও চোখ খোলেনি কেন্দ্রের। পুরো যেন গন্ডারের চামড়া। একটাই লক্ষ্য যেনতেনমূল্যে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে তছনছ করে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের বকলমে পেয়ারের শিল্পপতিদের হাতে অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার তুলে দেওয়া।

এমতাবস্থায়, বাঙালি-বিদ্বেষী মহিষাসুর বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্গার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসুর বিনাশকালে দেবতারা নানা অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন দেবীর হাতে। বাংলাকে ঋদ্ধ করা মনীষীরাও যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা ভাষার চাবিকাঠি ও রক্ষাকবচের উত্তরাধিকার প্রদান করেছেন। দেশপ্রেম, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রজ্ঞা, সততার ওপর ভর করে দিল্লির দানবদের মোকাবিলায় নেমেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা। স্বাধীনতার লড়াইয়ে ব্রিটিশের তাঁবেদারি করা নির্লজ্জ বিজেপি নিশ্চিতভাবে গোহারান হারবে এখানে।

যতই বাংলা দখলের হুঙ্কার দিক না কেন, তা গাঁজাখুরি দিবাস্বপ্নে পর্যবসিত হতে বাধ্য। বাম জমানার সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের ক্ষয়ক্ষতি সামলে অসম্ভব মনের জোর, অমানুষিক পরিশ্রম এবং প্রত্যয়ে ভর করে বাংলা জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার এনেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প আজ শুধু এদেশে নয় তামাম বিশ্বে বন্দিত। গর্বের সেই বাংলায় বিজেপির ঠাঁই হবে আঁস্তাকুড়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্যানিংয়ের জীবনতলায় মন্দিরে চুরির কিনারা পুলিশের। শনিবার সাঁফুইপাড়া এলাকার একটি মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। তদন্ত নামে কয়েকঘণ্টার মধ্যে রাহুল জয়সওয়াল নামে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ

বৃষ্টির ঘাটতি উত্তরে, দক্ষিণে ৩৪% উদ্বৃত্ত

প্রতিবেদন : দক্ষিণবঙ্গের উপর অবস্থান করছে নিম্নচাপ। এর জেরেই গোটা দক্ষিণের জেলা জুড়ে কম-বেশি বৃষ্টি হয়েই চলেছে, নাগাড়ে বৃষ্টি না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলছেই। তবে উত্তরে রয়েছে বৃষ্টির ঘাটতি। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, এখন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ৩৪ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে স্বাভাবিকের তুলনায় ৪০% বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানের দু-একটি জায়গায় ৭-১০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুরে ৭-২০ সেমি বৃষ্টি হয়েছে। সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে বৃষ্টির জন্য। নিম্নচাপ ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ডের দিকে সরে যাচ্ছে। এর ফলে কলকাতার বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে। কিন্তু বিপরীতে, ঝাড়খণ্ড লাগোয়া জেলাগুলিতে বৃষ্টির মাত্রা অনেকটাই বাড়বে। শহর কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলিতেও সারাদিন ধরে চলতে পারে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সব জেলাতেই ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বুধবার এই নিম্নচাপের প্রভাব কমবে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার থেকে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পরিমাণ আরো কমবে। শনিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। শনিবার থেকে সোমবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলার বেশিরভাগ জায়গাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবারের পর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ক্রমশ বাড়বে।

দেউচা-পাঁচামিতে আগ্রহী ছয় সংস্থা

৩৫০০০ কোটি টাকার খনি প্রকল্পে চূড়ান্ত এমডিও চুক্তি

প্রতিবেদন : বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি প্রকল্প দেউচা-পাঁচামিতে খননকাজের জন্য মাইন ডেভেলপমেন্ট অপারেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে ছয়টি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। যার মধ্যে একটি পোল্যান্ডের। প্রকল্পের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক ৩৫,০০০ কোটি টাকা। এই খনি দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে। তবে দেউচা-পাঁচামির ভূতাত্ত্বিক গঠন জটিল হওয়ায় প্রকল্প শুরুর আগে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। এর সমাধানের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রক মেকানিক্স একটি বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ীই খননের পরিকল্পনা গঠন করা হচ্ছে বলে নিগমের মাইনিং বিভাগের ডিরেক্টর চঞ্চল গোস্বামী জানিয়েছেন।

পিডিসিএল সূত্রে জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত এমডিও নির্বাচন হলে দ্রুতই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো ও পরিবেশ সংক্রান্ত অনুমোদনের দিকেও নজর দিচ্ছে রাজ্য। দেউচা-পাঁচামি প্রকল্পকে ঘিরে একদিকে যেমন রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তেমনই কর্মসংস্থান এবং জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসন। যে সংস্থাগুলি প্রাথমিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে জেএমএস মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড, গেনওয়েল কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড, মিনোপ ইনোভেটিভ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, মিনসল লিমিটেড, মহেশ্বরী মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড এবং পোল্যান্ডের জেএসডব্লু এসএ—যা সে দেশের বৃহত্তম অধোগত কয়লাখনি সংস্থা।

সিপিএম ও আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে

হাওড়ায় একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ায় ফের বিরোধী দলে ভাঙন। এবার হাওড়ার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম ও আইএসএফ থেকে বহু কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ওই এলাকায় একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের এক প্রস্তুতিসভায় তাঁদের তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন মন্ত্রী ও দলের হাওড়া সদরের চেয়ারম্যান মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন মধ্য হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়-সহ দলের আরও অনেকে। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে সিপিএম ও আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা এদিন তৃণমূলে যোগ দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে শামিল হতেই ওঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন। কিছুদিন আগেই ওঁরা তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতিতে তাঁদের তৃণমূলে যোগদান করানো হল। আগামী দিনে বিরোধী দল থেকে আরও অনেকেই তৃণমূলে যোগ দেবেন। সিপিএম ও আইএসএফ থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ওঁরা বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাজ করার উদ্দেশ্যে তৃণমূলে যোগ দিলাম।

■ হাওড়ায় যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ রায়।

■ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা সেলের উদ্যোগে বারাসত রবীন্দ্রভবনে একুশে জুলাই সমাবেশের প্রস্তুতিসভা। রয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ, বিধায়ক মদন মিত্র, রফিকুর রহমান প্রমুখ। মঙ্গলবার।

■ দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা তেরাপন্থ ভবনে। রয়েছেন সাংসদ মালা রায়, তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভানেত্রী সাংসদ সায়নী ঘোষ, মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, মন্ত্রী জাভেদ খান, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

■ একুশের সমাবেশ প্রস্তুতিতে যাদবপুরে মহামিছিল। রয়েছেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ-মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত, কলকাতা পুরসভার চিফ হুইপ বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার, মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর অরিজিৎ দাসঠাকুর, বসুন্ধরা গোস্বামী প্রমুখ।

আহত হয়ে সটান ডাক্তারখানায় ‘পবন-পুত্র’

সুমন তালুকদার • বসিরহাট

এ এক বিরল দৃশ্য। দুর্ঘটনায় বাঁ হাত ও পায়ে চোট পেয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে গেল হনুমান। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের মাটিয়া থানার বেঁকি বাজার এলাকায়। দুর্ঘটনায় কেটে বাদ গিয়েছে বাম হাত, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বাঁ পা। সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজেই ওষুধের দোকানে হাজির হল হনুমান।

মঙ্গলবার সকালে এমনই এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হল বসিরহাটের মাটিয়া থানার বেঁকি বাজারের স্থানীয় মানুষেরা। জানা গিয়েছে, এলাকায় থাকা গ্রামীণ চিকিৎসক ডাঃ আরফিনের দোকানের সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায় আহত হনুমানটি। চোখে-মুখে কাতর আকুতি, যেন বলছে, “বাঁচাও আমাকে।” ডাক্তার আরফিন ও স্থানীয় মন্টু মণ্ডল মিলে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। চিকিৎসা চলাকালীন হনুমানটির শান্ত ব্যবহার উপস্থিত সকলকে অবাক করে দেয়। চিকিৎসা পাওয়ার পর আনন্দে দোকানের সামনেই বসে থাকে হনুমানটি। স্থানীয়রা তাকে কলা খাইয়ে আদর করেন। তবে, হনুমানের মানুষের মতো চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে আসা এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় তার প্রশান্তি ফিরে পাওয়ার এই বিরল দৃশ্য আগে বোধ হয় কখনও দেখা যায়নি। আহত হনুমানটির ক্ষত কিছুটা শুকোলে তাকে বন দফতরের মাধ্যমে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর কথা ভাবছেন এলাকাবাসী।

■ বিজেপি রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজপথে নামছে তৃণমূল। তাঁর সমর্থনে বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্কে প্রস্তুতিসভায় মন্ত্রী সুজিত বোস, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র, মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলর ও সাধারণ কর্মীরা।

জয়নগরের বকুলতলা থানার হানারবাটিতে একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ। ঘটনায় জখম এক মহিলা-সহ ৩ জন। পুলিশ জানিয়েছে, ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জখম এক মহিলাকে পুলিশ উদ্ধার করে

সবুজসাথীতে ১২ লক্ষ সাইকেল নভেম্বরেই বণ্টন সম্পূর্ণের লক্ষ্য

প্রতিবেদন : সবুজসাথী প্রকল্পের একাদশ দফায় এ-বছর রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ স্কুল পড়ুয়া সাইকেল পেতে চলেছে। স্কুল থেকে আসা পড়ুয়াদের নামের তালিকা পোর্টালে আপলোড হওয়ার পরই অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতর এই চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করেছে। নভেম্বর মাসের মধ্যেই বণ্টন প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দ্বাদশ দফার সাইকেল বণ্টনও সেরে ফেলার পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই কারণে একাদশ দফার কাজ দ্রুত শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ সাইকেলের টেন্ডার ডাকা হয়েছে। অতিরিক্ত তিন লক্ষ সাইকেল অর্ডার করা হয়েছে যাতে কোথাও ঘাটতি দেখা দিলে বা সাইকেল খারাপ হলে তা দ্রুত প্রতিস্থাপন করা

যায়। দফতর চায় দুর্গাপুজোর আগেই সাইকেল বিলি শুরু করতে। নির্দিষ্ট এজেন্সি থেকে সাইকেল এসে গেলেই সেগুলি জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এবার একাদশ দফার প্রাথমিক প্রস্তুতি আগেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য। জুন মাসে বিভিন্ন জেলায় তথ্য যাচাইয়ের কাজ হয়েছে, এরপর নাম ধরে ধরে পড়ুয়াদের তালিকা পোর্টালে আপলোড করেছেন দফতরের আধিকারিকেরা—যা সাধারণত অগাস্টে হয়ে থাকে।

দুই ২৪ পরগনা ও মুর্শিদাবাদ—এই বড় জেলাগুলিতে লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী সাইকেল পাবে। বেশিরভাগ জেলায় ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার সাইকেল বণ্টনের পরিকল্পনা রয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, নভেম্বরের মধ্যে একাদশ দফা শেষ হলে আমরা দ্বাদশ দফার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকব। রাজ্যের নির্দেশ এলেই সেই কাজ শুরু হবে। সবুজসাথী প্রকল্পের এই লাগাতার সম্প্রসারণ রাজ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, যা শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও উপস্থিতি বজায় রাখতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

■ একুশে জুলাইয়ের প্রচারে হাওড়ার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রস্তুতিসভায় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, বিপ্লব দে, ভোলানাথ সেন-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

■ একুশে জুলাই সমাবেশের প্রচারে বালি কেন্দ্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে প্রস্তুতিসভায় টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাস্করগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। মঙ্গলবার।

ছাত্রকে যৌন হেনস্থা শ্রীঘরে প্রধান শিক্ষক

সংবাদদাতা, চন্দননগর: ছাত্রকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুরসভা পরিচালিত এই স্কুলে সকালে প্রাথমিক বিভাগের ক্লাস হয়। মঙ্গলবার সকালে ক্লাস ওয়ানের দুই ছাত্র নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে ক্লাস টিচার তাঁদের দু'জনকে প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যান। অভিযোগ, তখনই প্রধান শিক্ষক এক ছাত্রকে দিয়ে আপত্তিকর কাজ করান। যৌন নির্যাতন করেন। এই ঘটনা কাউকে না বলার জন্য ভয়ও দেখান।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ফের ভাঙন বিজেপিতে। ঐতিহাসিক একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভায় বসিরহাটে বিজেপি থেকে তৃণমূলের যোগ দিল ১৫টি পরিবার। সোমবার বিকেলে মিনাখাঁর ব্লক সভাপতি তাজউদ্দিন মোল্লা, মোহনপুর অঞ্চল সভাপতি তুহিন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয় মোহনপুরের মল্লিকঘেরি এলাকায়। সেই সভাতেই মোহনপুর অঞ্চলের দক্ষিণ কালীবাড়ি বুথ এলাকার ১৫টি পরিবার বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। পঞ্চায়েত সদস্য শুভলক্ষ্মী প্রামাণিক ও ব্লক সভাপতি তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। যোগদানকারীদের বক্তব্য, বিজেপিতে থেকে গ্রামের কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না। তাই গ্রামবাসীদের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। আগামিদিনে তৃণমূলের হাত শক্ত করতে আরও যেসব পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাঁদেরও তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে অনুরোধ করব।

বাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ মৃত ২, আহত ১

সংবাদদাতা, বসিরহাট : উত্তর ২৪ পরগনার মাটিয়া থানার নেহালপুরে বাইক ও দশ চাকার ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুই যুবক গগেন্দ্র মণ্ডল (৪০) ও জটাই দাস (৩০)-এর। মঙ্গলবার সকালে বসিরহাট থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক যুবককে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনজনের কারওর মাথায় হেলমেট ছিল না বলে জনা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ট্রাকের গতি অত্যন্ত বেশি থাকার কারণেই ঘটেছে দুর্ঘটনা। ঘটনার পর থেকে পলাতক ট্রাকচালক ও খালাসি। তাদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

৩ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হল গ্রাম

সংবাদদাতা, রায়দিঘি :মাত্র তিন মিনিটের ঝড়ে রায়দিঘির মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের কুমড়োপাড়ায় রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে বহু গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট। উড়ে যায় মাটির বাড়ির ছাদ। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৫টি ঘরবাড়ি। বন্ধ করে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা। ইতিমধ্যেই গ্রামবাসীরা গাছ সরাতে উদ্যোগী হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিধায়ক অলক জলদাতা।

■ বারাসত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশে প্রস্তুতিসভায় বারাসত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত-সহ অন্যরা।

সুশৃঙ্খল মহরম, পুরস্কৃত করল প্রশাসন

সংবাদদাতা, হুগলি: বাংলাতেই যে একমাত্র সম্প্রীতির নজির দেখা যায় সে-বিষয়টি প্রমাণিত হল আরও একবার। কোনওরকম হিংসা-বিদ্বেষ নয় বরং মহরমে সুশৃঙ্খলভাবে তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা করায় পুরস্কৃত করা হল চাঁপদানির মহরম কমিটিগুলোকে।

মঙ্গলবার চাঁপদানি পুরসভার হলে কমিটিগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র। এখানে রামনবমীর শোভাযাত্রা যেমন হয় তেমনি মহররমের তাজিয়াও বেরোয়। আগে থেকেই বিশৃঙ্খলা এড়াতে স্থানীয় ক্লাব, কমিটি, কাউন্সিলরদের নিয়ে মিটিং করেন পুলিশ কমিশনার। সেখানেই মহরমের শোভাযাত্রা সুশৃঙ্খলভাবে করতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। সেই মতোই এদিন পুরস্কৃত করা হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, চাঁপদানিতে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রয়েছে। মহরমের শোভাযাত্রা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে মহিলা, শিশুরা দেখেছে। এটাই তো চাই।

■ মহরম কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করল প্রশাসন।

রাস্তা খারাপ ছিল, রাত জেগে কাউন্সিলররা সেই রাস্তা সারাতে সাহায্য করেছেন। চাঁপদানি পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, মহরমের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানে আমাকে রাধাকৃষ্ণের ছবি উপহার দেওয়া হয়। আমিও সুযোগ পেলে কোরান শরিফ উপহার দেব। চাঁপদানির সম্প্রীতির পরম্পরা বজায় রাখতে হবে।

'শের'-এর উদ্যোগে বাঘ দিবস

প্রতিবেদন : প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ একটি চলমান আহ্বান। সেই উদ্দেশ্যেই পালিত হল সোসাইটি ফর হেরিটেজ এন্ড ইকোলজিক্যাল রিসার্চেস (শের) এর উদ্যোগে আয়োজিত হল বাঘ দিবস। পরিবেশ রক্ষা, বনবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি এবং বাঘ সংরক্ষণের সংকল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। এই সংগঠন মনে করে, বাঘ কেবলমাত্র জাতীয় পশু নয়, বরং এটি ভারতের আত্মার প্রতীক। এই বছরে শেরের বার্তা ছিল, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কখনওই বনবাসী মানুষকে উপেক্ষা করে সম্ভব নয়। তাঁদের কাজ তাই বনভিত্তিক জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে একটি টেকসই সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শের এবং চিত্রশিল্পী বাপ্পা ভৌমিকের সহযোগিতায় আয়োজিত হতে চলেছে একটি বিশেষ শিল্প প্রদর্শনী, যেখানে ৩৩ জন খ্যাতনামা শিল্পী বাঘকে কেন্দ্র করে ছবি আঁকবেন। আগামী ২৭ থেকে ৩১ জুলাই, কলকাতায় এই প্রদর্শনী হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

16 July, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৬ জুলাই ২০২৫
বুধবার

ময়নাতলি এলাকায় জলঢাকা নদীতে স্নান করতে নেমে এক ব্যক্তি তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন

তৃণমূলে যোগ

■ প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিজেপি শিবির। বিজেপি ছেড়ে ১৩১টি পরিবার যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। কুমারগ্রাম ব্লকের হেমাগুড়িতে। যোগদানকারীদের দলে স্বাগত জানান আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে প্রকাশচিক বলেন, ভুল বুঝিয়ে নিরীহ মানুষকে দলে টেনে ছিল বিজেপি।

পড়ল গাছ

■ গাছ পড়ে বিপত্তি। মঙ্গলবার সকালে নিউ মাল জংশনের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। পথচলতি অসংখ্য গাড়ি, স্কুলবাস আটকে পড়ে। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিশ। পুলিশের নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দা ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা একত্রে গাছের ডাল অপসারণের কাজে হাত লাগান। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের এই সমন্বিত উদ্যোগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় দ্রুত।

নিকাশি নালা

■ দীর্ঘদিন ধরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের নিকাশি নালার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে ছিল। বহুবার এই নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রস্তাব গেলেও, মেলেনি মঞ্জুরি। এবার আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল নিজে উদ্যোগ নিয়ে জেলা হাসপাতালের নিকাশি ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেন।

ভাঙল বাড়ি

■ অতিবৃষ্টির কারণে দার্জিলিঙে ভেঙে পড়ল একটি আবাসনের দেওয়াল। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১০টি পরিবার। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। খবর পাওয়ামাত্রই স্থানীয় পুর কমিশনার এলাকায় পৌঁছন। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। ক্ষতিগ্রস্ত আবাসনটি পুরসভার। পাহাড়ে গত কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া পরিস্থিতি খারাপ থাকায় দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে।

সাইকেলে জনসংযোগ, কৃষিকাজে জীবিকা পরিষেবা দিতে সদাসক্রিয় পঞ্চায়েত প্রধান

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

রোদ, ঝড়, বৃষ্টি সবকিছুই উপেক্ষা করে সারাদিন সকালে সাইকেলে ঘুরে জনসংযোগ। গ্রামের মানুষের প্রয়োজন, উন্নয়নের কাজ সবই দেখছেন। জানছেন। করছেন সমাধানও। এরপর ফিরেই গামছা কাঁধে, কোদাল হাতে ছুটছেন জমিতে। একহাঁটু জল, কাদায় দাঁড়িয়ে করছেন চাষের কাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এই সাদামাটা জীবনযাত্রা নজর কেড়েছে গ্রামবাসীদের। মাথাভাঙা ১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরেশ বর্মন রোজ সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গ্রামে গ্রামে, সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শুনতে। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনার পাশাপাশি

■ রোজ এভাবেই সাইকেল নিয়ে গোটা গ্রামে ঘুরে মানুষকে পরিষেবা দেন পঞ্চায়েত প্রধান পরেশ বর্মন। এরপর ব্যস্ত জমিতে কৃষিকাজে।

তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রধানকে এভাবে কাছে পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা। কৃষিকাজ পেশা তাই নিজের কৃষিজমিতেও কাজ করেন। অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে নিজেও হাত লাগান। তৃণমূল পরিচালিত জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরেশ বর্মন। এর আগেও প্রধান পদে দায়িত্ব সামলেছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে জনসংযোগে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রধানকে বিভিন্ন সমস্যার কথা জানাতে পেরে, পাশাপাশি তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপনে খুশি গ্রামবাসীরা। প্রধান বলেন, আমার একেবারেই সাদামাটা জীবন। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতেছি। এরপরে দল আমায় প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছে। তাই বলে কি জীবনযাত্রা বদলে যাবে? আজও আমি একই আছি। যা আগে ছিলাম। এখনও নিয়মিত জমিতে ধান চাষ করি আবার সাইকেলে চেপে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগও করি। এ-ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত ও প্রধানরা এভাবেই গ্রামের মানুষকে পরিষেবা দেন। তাঁরা সকলে মাটিতে পা রেখে চলাফেরা করেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

সমাবেশে যোগ দিতে সাইকেলে রওনা নেতার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ২১-এর আহ্বানে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রচার, প্রস্তুতিসভা। জেলা থেকে নেতা-কর্মী ছাড়াও রেকর্ড সংখ্যক সাধারণ মানুষ যোগ দেবেন ধর্মতলার সমাবেশে। এই আবহে নজির গড়লেন জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত এলাকা ক্রান্তি গ্রামের তৃণমূল নেতা এনামুল হক। সমাবেশে যোগ দিতে

■ যাত্রার সূচনায় এনামুলকে সংবর্ধনা পঞ্চায়েত প্রধান মালতী টুডুর।

মঙ্গলবারই সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন তিনি। যাত্রার সূচনায় তাঁকে সংবর্ধনা জানান পঞ্চায়েত প্রধান মালতী টুডু, উপপ্রধান আজিজার রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা মান্টি রায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁরা এনামুলের হাতে তুলে দেন জলের বোতল ও শুকনো খাবার। এনামুল হক জানান, গত বছর ট্রেনের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে পৌঁছনো যায়নি। তাই এবার যেন কোনও কিছুই বাধা না হয় তাই সাইকেল নিয়েই যাওয়ার চিন্তা করি। সেইমতোই যাত্রা শুরু। এর আরও একটি উদ্দেশ্য আছে, শুধু সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়াই নয়, হবে ২১-এর আহ্বানে প্রচারও।

মিছিল ও পথসভায় ২১-এর আহ্বান

■ গোয়ালপোখর ১-এ মিছিলে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা প্রমুখ।

■ কালিয়াগঞ্জে পথসভা ও মিছিল। আছেন সম্পাদক অসীম ঘোষ, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা, জেলা পরিষদের নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ লতা সরকার।

নকল ভিডিও

■ এআই দিয়ে করোনেশন ব্রিজ ভাঙার নকল ভিডিও। মুহূর্তে ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। পুলিশে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এআই দিয়ে ক্রিয়েট করা একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায় যেখানে দেখা যাচ্ছে সেবকের করোনেশন ব্রিজ ভেঙে পড়েছে তিস্তার জলে। এই ভিডিও প্রকাশ হতেই জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত ইতিমধ্যেই সাইবারের সহযোগিতায় মূল অভিযুক্ত পঞ্চম ওরাওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন।

ভাঙনে আতঙ্ক

■ গঙ্গার জল বাড়তে না বাড়তেই ফের ভাঙন আতঙ্ক গ্রাস করল মালদহের মানিকচকের জোতপাট্টা এলাকায়। বিগত কয়েকদিন ধরে ভাঙন চলছে। গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে গঙ্গার উচ্চ অববাহিকা এলাকায়। যার জেরে গত

কয়েকদিন ধরেই মালদহের মানিকচকের গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে জোতপাট্টা এলাকায় নদীবাঁধ থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূর দিয়েই বয়ে চলেছে ভয়ঙ্করী গঙ্গা। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে মানিকচক ব্লক প্রশাসন।

২১-এর স্মরণে গান লিখলেন যুব তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ২১-এর স্মরণে গান লিখলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সমীর ঘোষ। শুধু লেখা নয়, সেই গান গেয়েছেনও তিনি। মঙ্গলবার অ্যালবাম প্রকাশিত হল। গান রিলিজ করে সমীর বলেন, ৩৪ বছরের বাম অপশাসন থেকে মুক্তি দিতে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মানুষের স্বার্থে আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাম পুলিশ ও

■ সমীর ঘোষের গান রেকর্ডের মুহূর্ত।

গুন্ডাবাহিনীর গুলিতে ১৩ জন যুবনেতার প্রাণ যায়। সেই শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেই যুব তৃণমূলের এই গানের অ্যালবাম। সেই ঘটনার ছবি যেমন রয়েছে, পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এই অ্যালবামে। আগামী দিনের লড়াই, সংগ্রামের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে বলে দাবি যুব তৃণমূল সভাপতি সমীর ঘোষের। সবার ভাল লাগবে বলে আশা তাঁর।

আমার বাংলা
16 July, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশের প্রস্তুতি-মিছিলে জনজোয়ার

বর্ধমান শহর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের প্রস্তুতিকে ঘিরে মঙ্গলবার বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের ডাকা মিছিলে জনজোয়ার শহর বর্ধমানে। বিকেল তিনটে থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় মিছিল জমা হয় টাউন হলে। এর জেরেই কার্যত বর্ধমান স্টেশন থেকে বীরহাটা এবং কার্জন গেট থেকে রাজবাটী উত্তর ফটক পর্যন্ত জনারণ্যের আকার ধারণ করে। বর্ধমান টাউন হল থেকে এই মিছিলে অংশ নেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলা কমিটির নেতৃত্বও। রবীন্দ্রনাথ জানান, ২০ জুলাই থেকেই শহর বর্ধমান থেকে ধর্মতলার উদ্দেশে রওনা হতে শুরু করবেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। জেলা জুড়ে মানুষের যে সাড়া, তাতে করে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকেই যে কয়েক লক্ষ মানুষ কলকাতা যাবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

■ খোকন সাহা, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল পরিক্রমা করছে শহরে।

শহর যানজটমুক্ত করতে টোটো ধরলেন পুরপ্রধান

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়ি শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে এবার রাস্তায় সিউড়ির পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে পুরপ্রধান সিউড়ি চৈতালি মোড়ে নিজে উপস্থিত থেকে আইন ভঙ্গ করে যেসব টোটো রাস্তায় নেমেছিল তা বাজেয়াপ্ত করেন। সঙ্গে ছিলেন আইসি সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিশ বাহিনী নিয়ে। উজ্জ্বল বলেন, চারদিন ধরে পুরসভার তরফে শহর জুড়ে মাইকিং করা হয়েছে। যানজট নিয়ন্ত্রণে পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে টোটো চলবে। তা খতিয়ে দেখতেই মঙ্গলবার আচমকা অভিযান শুরু হয়। যেসব টোটোচালক পুরসভা থেকে কিউআর কোড গ্রহণ করেননি, সেসব টোটো চলতে দেওয়া হবে না। প্রায় ৩০টি টোটো আটক করে পার্কিংয়ে রাখা হয়েছে। যতদিন পার্কিংয়ে থাকবে ১০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে চালকদের। জেলা প্রশাসন এবং পুরসভা যৌথভাবে বৈঠক করে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে যে নিয়ম শুরু করেছিল, তা না মানলে আগামী দিনে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে পুরসভা। যেভাবেই হোক শহরের মানুষকে যানজটের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা পুরসভার প্রধান লক্ষ্য।

■ মুর্শিদাবাদের পলসন্ডায় জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের আহ্বানে একুশে জুলাইয়ের সমর্থনে আয়োজিত হল বিশাল জনসভা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহসভাপতি সুদীপ রাহা, জেলা সভাপতি রুবিয়া সুলতানা, জেলার চেয়ারম্যান জাকির হোসেন ও জেলা যুব সভাপতি কামাল হোসেন।

জনপ্রিয় টেলি-অভিনেত্রী বর্ধমানের রাস্তায় ভবঘুরে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : স্টার জলসার 'তুমি আশেপাশে থাকলে' সিরিয়ালখ্যাত টেলি অভিনেত্রী সুমি হর চৌধুরিকে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে দেখে বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার আমিলা বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতার জনপ্রিয় এই টেলি অভিনেত্রী কেন দক্ষিণ দামোদরের এই আমিলা বাজারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা নিয়ে কৌতূহল তুঙ্গে ওঠে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক মানুষজন জড়ো হতে থাকেন। অনেকে জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে এভাবে ঘুরতে দেখে বিশ্বাসই করতে পারেননি। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়েই তড়িঘড়ি অভিনেত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন, বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়ক দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে তিনি আশ্রয় নেন খণ্ডঘোষ ব্লকের আমিলা বাজারের একটি বিশ্রামাগারে। স্থানীয় যুবকেরা কৌতূহলী হয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে বুঝতে পারেন, ওঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন। নিজের নাম জানিয়ে অভিনেত্রী কখনও জানান, স্টার জলসার ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন, কখনও বলেন, তিনি বেহালার মেয়ে, বোলপুর থেকে এখানে এসেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল ঘেঁটে দেখা যায়— মহিলার একাধিক অভিনয় ক্লিপ। তবে বর্তমানে কোথা থেকে এলেন, কে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়ে গেল, কেনই বা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন— সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অভিনেত্রী মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত।

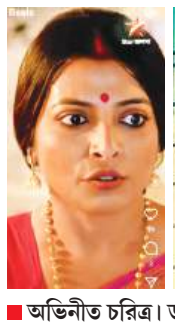

■ অভিনীত চরিত্র। ডানদিকে, বর্ধমানে সুমি হর চৌধুরি।

দেওয়াল ধসে মৃত ৩, আহত ৩

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার শিকার হলেন পুরুলিয়ার টামনা থানার রমাইগোড়া গ্রামের তিনজন মানুষ। আহত হলেন তিনজন। মঙ্গলবার ভোরের ঘটনা। আবাস যোজনায় গরিব মানুষদের ঘর পর্যায়ক্রমে দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্র প্রকল্পে কোনও টাকা দিচ্ছে না। ফলে বহু মানুষকে এখনও থাকতে হচ্ছে মাটির ঘরে। সেই মাটির ঘরে থাকতে বাধ্য হওয়া একটি পরিবারই ক্ষতিগ্রস্ত হল এদিন ভোরে। গ্রামের শবরপাড়ায় ভোররাতে মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মারা যান মালতী শবর নামে এক মহিলা, অমিত পাশি নামে এক ব্যক্তি ও রিমঝিম শবর নামে একটি শিশু। আহত এক শিশুসহ তিনজনকে পুলিশ উদ্ধার করে চাকলতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে ট্রান্সফর্মার

প্রতিবেদন : ঘাটালের বহু এলাকা প্লাবিত। তাই রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর প্রায় ১০টি ডিসট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার বসিয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে। অতিবৃষ্টি ও

ঘাটাল

এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ার কারণে অজবনগর, বাঁধপাড়া ও ঘেসোড়া গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে কিছুটা প্রভাব পড়ে। প্রায় ২৩০ গ্রাহক সমস্যায় পড়েন। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিদ্যুৎকর্মীরা দ্রুত সরবরাহ স্বাভাবিক রাখছেন, লাগাতার নজরদারিও চালাচ্ছেন।

চা বানিয়ে, বাথরুম করে গয়না ও নগদ চুরি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : চুরি করতে ঢুকে আগে জমিয়ে চায়ের আড্ডা বসাল চোরের দল। গ্যাস আভেনে চা করে খেয়ে বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য সেরে আলমারি ভেঙে সোনার গয়না ও নগদ লুটপাট করে পালিয়ে গেল। দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরে গৃহকর্তা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেখে খুদে সদস্যর পিগি ব্যাঙ্কের খুচরা পয়সাও বের করে নিয়েছে চোরেরা। দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার আইটিআই আমবাগান এলাকার ঘটনা। একদিনের জন্য দিল্লি গিয়েছিলেন অনিল লুথরা ও তাঁর পরিবার। আজ সকালে তালা খুলতে গিয়ে দেখেন জানালার গ্রিল ভাঙা। ঘরের ভিতরে আলমারি ভাঙা, আসবাবপত্র ছড়ানো ছেটানো, গ্যাস আভেনে চায়ের ফ্যান, বাথরুম নোংরা। দ্রুত খবর দেওয়া হয় থানায়। অনিল জানিয়েছেন, ২০ ভরির বেশি সোনা ও ৫ লক্ষ টাকা নগদ ছাড়াও বেশ কিছু জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। আশেপাশের প্রতিবেশী ও লোকজনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, সেটা ভেবে পাচ্ছেন না অনিল। পুলিশ আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্তে নেমেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার সকালে নিজেদের জমিতে চাষ করার সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল নন্দকুমার থানার বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ধীরাজ হাজরার (২১)। ছেলেকে দেখে জমিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবা। স্থানীয়রা দুজনকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে নিয়ে গেলে ধীরাজকে মৃত ঘোষণা করা হয়

আমার বাংলা

16 July, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

কাঁথির সমবায়ে ৫৪ আসনে প্রার্থীই খুঁজে পেল না রাম-বাম, বিনাযুদ্ধে জয়ী তৃণমূল

সংবাদদাতা, কাঁথি : বিধানসভার ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই শক্তিশালী হচ্ছে তৃণমূল। ফের কাঁথির মুন্ডপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থীই দিতে পারল না বিজেপি-সিপিএম। ফলে এই সমবায় সমিতির সব ক'টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের জয় নিশ্চিত হয়ে গেল মঙ্গলবার। জেলার উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকার মুন্ডপাড়া সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপর্বেই সবকটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্যত জয়ী হলেন তৃণমূলের প্রার্থীরা। এখন এই সমবায়ে তৃণমূলের বোর্ড গঠন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। জানা গিয়েছে, উত্তর কাঁথি বিধানসভা এলাকার দেশপ্রাণ ব্লকের মুন্ডপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৫৪টি। এই সমবায়ের মেয়াদ শেষ হয় কয়েক মাস আগে। আগে এই সমবায়ের বোর্ডে ছিলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তরুণ জানা। মেয়াদ শেষ হতে তরুণ জানার নেতৃত্বে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে শাসক দল। সোমবার ছিল মনোনয়নপত্র সংগ্রহের দিন। এদিন দেখা যায় তৃণমূলের ৫৪ জন ছাড়া আর কেউই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেনি। মঙ্গলবার শুধুমাত্র তৃণমূল প্রার্থীরাই ৫৪ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিরোধীদের তরফে কোনও মনোনয়ন জমা না পড়ায় তৃণমূলের জয় একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য, আগেও এই সমবায় ছিল তৃণমূলের দখলে। এই সমবায়টি যে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অর্থাৎ ধোবাবেড়্যা এবং আমতলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতও বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। ফলে সমবায়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে তৃণমূল। এই সমবায়ের বর্তমান ভোটার ২৭২৬। সমবায়ী মানুষের জন্য শাসক দলের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য এই ধরনের জয় বলে মত দলের নেতাদের। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ জানা, ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার সিট-সহ অন্যরা। তারা জানান, এই সমবায় তৃণমূলের বোর্ড আগে মানুষের জন্য যেভাবে কল্যাণমূলক কাজ করেছে তাতে বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস পায়নি। মানুষও তৃণমূলকেই এই সমবায় পরিচালনায় পুনরায় দেখতে চেয়েছে। বিজেপিকে তাঁরা এমনিতেই প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের সঙ্গে আছেন।

■ জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের সঙ্গে দলের জেলা সম্পাদক তরুণ জানা।

পাল্টা সাংগঠনিক বৈঠকের অছিলায় গদ্দারের মিছিল এড়ালেন জেলা সভাপতি

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : গদ্দারের কন্যাসুরক্ষা যাত্রার আগেই মঙ্গলবার খড়্গপুরে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল চরমে ওঠে। কর্মসূচি ঘোষিত হলেও তা এড়াতে পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে একই দিনে এবং একই সময়ে পাল্টা সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দেন খড়্গপুরের জেলা বিজেপি সভাপতি সমিত মণ্ডল। এভাবেই ফের প্রকাশ্যে আসে খড়্গপুরে দলের চরম অন্তর্কলহের ছবি।

খড়্গপুরে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

মঙ্গলবার একই সময়ে দলের সাংগঠনিক বৈঠকের ডাক দিয়ে সমিত স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, কন্যাসুরক্ষা যাত্রার বিষয়ে তিনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার ওই সময় সাংগঠনিক বৈঠকে ব্যস্ত থাকবেন বলেও জানান। কিন্তু কার্যত সেই সভাও হয়নি। জেলা সভাপতি গদ্দারদের কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে তিনি প্রথম থেকেই গদ্দারের কর্মসূচি এড়াতেই চেয়েছেন। এদিকে জেলা সভাপতির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার সকালেই জানান, ফেসবুকের পাশাপাশি টোটোয় শহরে প্রচার চলছে। শুভেন্দুবাবু নিজে ফেসবুকেও দিয়েছেন। আলাদা করে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শহর মহিলা তৃণমূল সম্পাদক জয়া দাস সিংহ বলেন, খড়্গপুরে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল চরমে উঠেছে। একদিকে মিছিল, অন্য প্রান্তে সাংগঠনিক বৈঠক। যাঁরা নিজেদের দলকেই এক জায়গায় রাখতে পারেন না তাঁরা নারীদের কীভাবে সুরক্ষা দেবেন? সারা বছর খড়্গপুরের মানুষ বিধায়ককে কাছে পান না, কোথায় থাকেন তাও জানেন না। গদ্দার-অনুগামীদের তাচ্ছিল্য করে নিজেদের মতো চলছে বিজেপির অন্য গোষ্ঠী। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার বিজেপির ওপর এলাকার মানুষ কার্যত আস্থা হারিয়ে তৃণমূলকেই বেশি করে ভরসা করছেন এটাও স্পষ্ট হচ্ছে।

ডেবরা হাসপাতালের পরিষেবা খতিয়ে দেখে গেলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : সোমবার বিকেলে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন বিধায়ক তথা এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ড. হুমায়ুন কবীর। তিনি তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে দেওয়া পানীয় জলের মেশিন বসেছে কিনা খতিয়ে দেখেন। এই মেশিনে ঘণ্টায় ৫০ লিটার পানীয় জল মিলবে। পাশাপাশি তিনি আল্টাসোনোগ্রাফি বিভাগটি খতিয়ে দেখেন। রোগীদের পরিবারের রাত্রিযাপনের জন্য নতুন শেড এবং যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের কাজও খতিয়ে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, সাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাবির আলি, হাসপাতাল সুপার স্বরূপ পাত্র-সহ অন্যরা। বিধায়ক জানান, দ্রুত যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও রোগীর পরিবারদের থাকার শেড চালু করা হবে। লাইট, পাখা, পানীয় জল, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট এবং পুরুষ ও মহিলাদের শৌচালয়ও দ্রুত চালু হয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।

■ জলের মেশিন দেখছেন হুমায়ুন কবির।

টানা বৃষ্টিতে জলবন্দি বিষ্ণুপুর ব্লকের গ্রাম, কোমরজল রাস্তায়

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের ধানগড়া থেকে জনতা যাওয়ার গ্রামীণ রাস্তার ওপর এককোমর জল জমে চরম সমস্যায় ফেলেছে এলাকার মানুষজনকে। একদিকে রয়েছে জনতা, লয়ার-সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম। অন্যদিকে ধানগোড়া। রীতিমতো জলবন্দি পরিস্থিতি এলাকার মানুষজনের। অন্যদিকে ধানগোড়া থেকে বাগানপাড়া যাওয়ার রাস্তাও ডুবেছে জলে। ধানগড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণুপুর-পাত্রসায়ের রাজ্য সড়কের ওপর উঠেছে জল। ফলে এই এলাকায় একাধিক দোকানের ভেতরে হাটুজল। গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে এলাকার শালবাঁধ, মোল বাঁধের জল বেড়েছে। পাশাপাশি মাঠ ও জঙ্গলের জলে এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সব মিলিয়ে বিষ্ণুপুর ব্লকের ধানগড়া, জনতা-সহ বেশ কিছু এলাকায় জলযন্ত্রণা চরমে।

■ জলমগ্ন ধানগোড়া গ্রাম।

জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের কেরিয়ার কাউন্সেলিং

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ এবং জেলা সংখ্যালঘু দফতরের উদ্যোগে সংখ্যালঘু কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, কেরিয়ার কাউন্সেলিং এবং গাইডেন্স কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস-সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এদিন জেলা সংখ্যালঘু দফতরের আধিকারিক বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস জানান, জেলার একটি ইংরেজি মাধ্যম মডেল মাদ্রাসা, ৩৪টি হাইমাদ্রাসা এবং ৭টি মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৮০০ ছাত্রছাত্রী এদিন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। জেলায় নিয়মিত এই আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দেবার চেষ্টা চালাবে প্রশাসন।

■ মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ।

বৃদ্ধা মা, ৩ পোষ্য কুকুর মেরে আত্মহত্যার চেষ্টা ছেলের

সংবাদদাতা, আসানসোল : দেনার বোঝা সহ্য করতে না পেরে বিধবা মা যুথিকা দাস (৭৫) ও তিন পোষ্য কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন অরবিন্দ দাস ওরফে পুষান (৪৫)। সোমবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানার রাসডাঙা এলাকার এই ঘটনায় মৃত্যু হয় মা ও বাড়ির পোষা তিন কুকুরের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ছেলে। জানা গিয়েছে, যুথিকা দাস ও তাঁর অবিবাহিত ছেলে অরবিন্দর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছিল। মাথার ওপর ঋণের বোঝা ছিল। তাঁদের বাড়ি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। আত্মহত্যার চেষ্টার আগে এক বন্ধুর কাছে হোয়াটসঅ্যাপে আত্মঘাতী নোট পাঠান অরবিন্দ। যেখানে তিনি তিন-চারজনের নাম উল্লেখ করেন। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার বাড়ির দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় খবর পেয়ে পুলিশ আসে। ঘরের ভিতরে বিছানায় যুথিকা দেবীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় পুলিশ। তাঁদের তিনটি পোষা কুকুরও ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। অরবিন্দকে অচেতন ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁকে দ্রুত আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আশঙ্কাজনক তাঁর অবস্থা।

■ পোষা কুকুরের সঙ্গে অরবিন্দ দাস।

দাম নিয়ন্ত্রণে অভিযান টাস্ক ফোর্সের

সংবাদদাতা, আসানসোল : কুলটির বরাকর ও নিয়ামতপুর সবজি বাজারে মঙ্গলবার দাম নিয়ন্ত্রণে অভিযান চালায় টাস্ক ফোর্স। মঙ্গলবার পশ্চিম বর্ধমান টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা প্রথমে বরাকর, তারপর নিয়ামতপুর সবজি বাজার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর টাস্ক ফোর্সের আধিকারিক দিলীপ মণ্ডল জানিয়েছেন, বেশ কিছু সবজির দাম ঊর্ধ্বমুখী বাজারে। তবে গত বছরের তুলনায় দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। বিক্রেতা ও ক্রেতাদের এই বিষয়ে সচেতনও করা হয়েছে।

■ বরাকর বাজারে জেলার টাস্ক ফোর্স বাহিনী।

আমার বাংলা
16 July, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘাটালের পর দুশ্চিন্তায় চন্দ্রকোনা বাড়ছে কেঠিয়া ও শিলাবতীর জল

জরুরি বৈঠক করলেন জেলাশাসক

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটালের পর এবার দুশ্চিন্তা বাড়ছে চন্দ্রকোনায়। সেখানে শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জলস্তর প্রাথমিক বিপদসীমা ছুঁয়েছে। তাতেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে চন্দ্রকোনার নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি বৈঠক করলেন ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। ছিলেন মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, দাসপুরের ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও। বন্যা নিয়ে প্রশাসন সমস্ত দিকে নজরদারি চালাচ্ছে জানালেন জেলাশাসক।

১৮ জুন বর্ষার প্রথম ভয়াবহ বন্যায় চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের একাধিক নদীবাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। সেই বাঁধ মেরামত না হওয়ায় গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে নদীগুলির জলস্তর। তার জেরে বেশ কিছু জায়গায় ভাঙা বাঁধ থেকে জল ঢুকতে শুরু করেছে গ্রামে। চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মানিকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের যাদবপুর গ্রামে শিলাবতীর ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢুকছে। বাড়ির সামনে দিয়ে বইছে নদীর জল। যাদবপুর এলাকায় চারটি জায়গায় শিলাবতীর বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল ১৮ জুন ভয়াবহ বন্যায়, সেখান দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করায় আতঙ্কে এলাকাবাসী। নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হবে হালদারবেড়, আটঘোরা, শ্রীরামপুর সহ ৭-৮টি গ্রাম। ইতিমধ্যে জলে ডুবেছে ধানচাষের জন্য বীজতলা ও ফসল। দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। যাদবপুরে ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢুকে দুটি ব্লকের একাধিক গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা।

■ রাস্তাঘাট সব জলের তলায়। হতাশার দৃষ্টিতে দেখছেন গ্রামবাসী।

ডিভিসির বেয়াদপি, বিপদে বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি, নীতি আয়োগের বৈঠকেও বিষয়টি তুলেছি। তবু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, অসম রাজ্য বন্যাত্রাণের টাকা পেলেও বাংলা সেই সহায়তা পায় না। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষি, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা-সহ একাধিক দফতর এবং সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনকে সর্বাত্মক প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রশাসনের কর্তব্য হল রাত জেগে রাস্তায় থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, জেলা প্রশাসনকে নিচু এলাকাগুলিতে মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। কাঁচাবাড়িতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। বিশেষ নজর দেওয়া হবে ঘাটাল, খানাকুল এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণসামগ্রী মজুত রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুকনো খাবার, পানীয় জল, ত্রিপল, সাপে কাটা ও ডায়েরিয়ার ওষুধ-সহ জীবনদায়ী ওষুধ আগাম মজুত রাখতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা রুখতে বিদ্যুৎ দফতরকে জনসচেতনতায় প্রচার বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সেচ দফতরকে সমস্ত বাঁধ পরিদর্শনের নির্দেশ দেন এবং বন্যা রোধে উপকূলবর্তী অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কৃষকদের আশ্বস্ত করে বলেন, বর্ষার ফলে ফসল নষ্ট হলেও 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ মিলবে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং এনডিআরএফকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। শহরাঞ্চলে যাতে নির্মাণসামগ্রী ড্রেন বন্ধ না করে জল জমার সমস্যা না বাড়ায়, সেদিকেও নজর দিতে বলেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আবেদন জানিয়েছেন, এই সময় প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকবে, তাই তাঁরা যেন প্রশাসনিক কাজে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি না করেন।

ডাইনি অপবাদে হেনস্তা, পুলিশের দরবারে পরিবার

সংবাদদাতা, আসানসোল : ডাইনি অপবাদে জেরবার হয়ে কান্ত হাঁসদার পরিবার দ্বারস্থ হল পুলিশের। ঘটনাটি আসানসোল পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রামপুর এলাকায়। গৃহকর্তা কান্ত হাঁসদা বলেন, কয়েকদিন ধরেই তাঁদের ডাইনি অপবাদ দিচ্ছে গ্রামের লোকজন। গ্রামে একটি সালিশি বৈঠক হয়েছিল, সেখানেই তাঁদের পরিবারকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছে। কান্তার আরও অভিযোগ, কোনও এক ওঝার কাছে গিয়েছিল, সেখানে কী সব দেখে এসেছে। তারপর থেকেই আমাদের পরিবারকে ডাইনি অপবাদ দিতে শুরু করেছে। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে পরিবারটি। ভারতীয় বিজ্ঞান যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য রবিন হেমব্রম বলেন, ঘটনাটি তাঁরা জানতে পেরে এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানানো হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ডাইনি অপবাদের ঘটনা সামনে আসায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

■ ছাত্রীর সাহায্যের জন্য টাকা তুলতে পথে সুমন কাঞ্জিলাল।

দুরারোগ্য ব্যাধি ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এক ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদনও করলেন। নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী নিউরো ফাইব্রোমা নামে বিরল রোগে আক্রান্ত। শহরের ২ নং ওয়ার্ডের রূপায়ণ সঙ্ঘের কালীপদ দেবরায়ের একমাত্র মেয়ে ঋষিতা। ওর কোমরের নিচের অংশ সম্পূর্ণ অসাড়। হাঁটাচলা করতে পারে না। কালীপদ পেশায় চিত্রশিল্পী। দিল্লি, বেঙ্গালুরুতে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েও লাভ হয়নি। তাছাড়া চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ। অসহায় পরিবার সরকারি সাহায্যের জন্য সুমনকে ধরেন। খবর পেয়েই বিধায়ক সোমবার রাতে সঙ্গে দেখা করতে যান। মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলের আর্থিক সাহায্য পেতে কিছু সময় লাগে। তাই ক্রাউড ফান্ডিং করে জোগাড় করতে উদ্যোগী বিধায়ক। বহু পথচলতি মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ঋষিতা ও তার পরিবার বিধায়কের উদ্যোগে আপ্লুত।

■ লাভপুর সতীপীঠ ফুল্লরা মায়ের চরণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর মঙ্গলকামনায় পুজো দিলেন অনুব্রত মণ্ডল।

তৃণমূল নেতা পীযূষ খুনে গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, সিউড়ি : মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই খুনের কিনারা করে ফেলল বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। তৃণমূল নেতা পীযূষ ঘোষ খুনের ঘটনায় এক মহিলা ও এক যুবককে গ্রেফতার করল। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ বলেন, সারদামণি মজুমদার এবং রাহুল ঘোষ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাহুল গুলি চালিয়েছিল পীযূষকে লক্ষ্য করে। ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই খুন। বুধবার এদের আদালতে তোলা হবে।

■ সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি কাজল শেখ। আশ্রমের পানীয় জল, ঘর, শৌচালয় নির্মাণের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

কুনজরে শিঙাড়া-জিলিপি

(প্রথম পাতার পর)

এই বিষয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, শিঙাড়া-জিলিপিতে কুনজর পড়ছে কেন্দ্রের। শিঙাড়া-জিলিপি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ফতোয়া মানবে না রাজ্য সরকার। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন রাজ্যে কে কী খাবেন, স্বাধীনতা তাঁর। খাদ্যের গুণমান ঠিক থাকলে খাদ্যবস্তুর উপর কোনও বিধিনিষেধ বা হস্তক্ষেপ উচিত নয়। বাংলায় এসব হবে না। প্রশ্ন উঠছে, যেসব দোকানে শিঙাড়া, জিলিপি, লাড্ডু, বড়া, পাও-এর মতো খাবার পাওয়া যায়, সেইসব দোকানে এই চার্ট টাঙানোর জায়গা কোথায়! আর কেই-বা তা হিসেব করে লিখবেন!

এই বিষয়টি থেকেই স্পষ্ট, ছোট দোকান তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রের এই ষড়যন্ত্র। কারণ, সরকারের এই পদক্ষেপ আসলে স্বাস্থ্যনীতি নয়, সবটাই লোকদেখানো নাটক। এতে সমস্যার সমাধান নয়, বরং গরিব মানুষের সস্তা খাবার ও তাদের জীবিকাকে অপরাধী বানানো হচ্ছে। ছোট ব্যবসায়ী, যাঁরা রাস্তার মোড়ে শিঙাড়া-জিলিপি ভাজেন তাঁদের পেটে লাথি মারার চক্রান্ত করা হচ্ছে। সত্যিই যদি দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবা হত, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড বাতিল করা। তরিতরকারি, ডাল, ফলমূলের দাম কমানো। স্থানীয় কৃষি ও দেশীয় খাবারের সংস্কৃতি রক্ষা করা। সাদা চোখে দেখতে গেলে বেশ কিছু প্রশ্ন জলের মতো স্বচ্ছ, বেছে বেছে শুধু এগুলোর কেন পিছনে পড়ল সরকার? আসল বিপদকে কি আড়াল করা হচ্ছে? বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রক্রিয়াজাত খাবার নিয়ে কেন নীরব স্বাস্থ্যমন্ত্রক?

প্রবল চাপে পড়ে বিজেপির ট্যুইট-নেতা অমিত মালব্য এই নির্দেশিকাকে ফেক বা ভুয়ো বলে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঘটনা হল এটাই, সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এই নির্দেশিকা দেশের সবক'টি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে।

উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি

(প্রথম পাতার পর)

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। সে-দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের ওই পৈতৃক বাড়ি সংরক্ষণের দাবিও বহুদিনের, তবে সম্প্রতি সেই বাড়ি ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে বলেই খবর। মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে ভারত সরকারকেও দৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শুধু সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা হিসেবেই পরিচিত নন, তিনি ছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ। তাঁর উত্তরসূরিরা বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্যানসার, ডায়াবেটিস-সহ ৭১টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এরমধ্যে রয়েছে স্তন ক্যানসার ও গ্যাসট্রিক ক্যানসারের ওষুধও

দিল্লি দরবার

16 July 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১২ লক্ষ বাঙালি হিন্দু এনআরসি তালিকায় কেন?

প্রতিবেদন : মাতৃভাষা বাংলা হলেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, স্পষ্ট জানিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর সেই বক্তব্য কতটা অসাংবিধানিক ও অন্যায় তা প্রমাণ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিপাকে পড়ে এবার নিজের বক্তব্যের সাফাই দিতে আসরে নেমেছেন হিমন্ত। তাঁর পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশ্ন, অসমের নতুন এনআরসি তালিকায় ১২ লক্ষ কেন হিন্দু বাঙালি? বিজেপির বাংলা ও বাঙালিবিদ্বেষে অসমের একটা বড় ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে সারবত্তাহীন সাফাই গেয়েছেন হিমন্ত। তাঁর সেই সাফাই যে আর একটা জুমলা, তা প্রমাণিত অসমের নতুন এনআরসি তালিকায়। সেখানে যে ১৯ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু বাঙালি। কেন ১২ লক্ষ হিন্দু বাঙালি এনআরসি তালিকায়, প্রশ্ন তৃণমূলের। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে মৃত হিন্দু বাঙালির সংখ্যা নিয়েও তোলা হয়েছে প্রশ্ন।

বাংলা-বিরোধিতা হিমন্তের বরাবরের স্বভাব। সম্প্রতি যেভাবে বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলা বিরোধিতায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ও পুশব্যাকের রাজনীতি শুরু হয়েছে তার থেকে এককাঠি এগিয়ে অসম। হিমন্ত বিশ্বশর্মা প্রকাশ্যে দাবি করেন, জনগণনার সময় ফর্মে মাতৃভাষার জায়গায় বাংলা লিখলেই বুঝতে হবে তারা বিদেশি। তাঁর মতো স্পষ্ট করে বাঙালিদের বিদেশি বা বাংলাদেশি আর কেউ বলেননি। বিপাকে পড়ে এখন বক্তব্য বিকৃতির সাফাই গাইছেন তিনি। আদ্যন্ত বাংলা-বিরোধী অসমের মুখ্যমন্ত্রী বাংলার হিন্দুদের যেভাবে ফরেনার্স ট্রাইবুনালের চিঠি পাঠিয়েছেন বা এনআরসির চিঠি ধরিয়েছেন, তার কোনও উত্তর দিতে পারেননি হিমন্ত। বাঙালিদের রোষের হাত থেকে বাঁচতে হিমন্তর ব্যর্থ প্রয়াসকে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া শাখার সভাপতি দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, হিমন্ত বিশ্বশর্মা দাবি করছেন তিনি বেআইনি বাংলাদেশিদের তাড়ানোর কাজ করছেন। তবে অসমে যে ফাইনাল এনআরসি তালিকা তৈরি হয়েছে তাতে যে ১৯.৬ লক্ষ মানুষ বাদ পড়েছেন তার মধ্যে ১২ লক্ষ বাঙালি হিন্দু কেন? এক্ষেত্রে কী তাঁদের সমস্যা, না ভাষা সমস্যাতেই তাঁরা বাদ? আপনি দাবি করছেন আপনার ক্রুসেড বাঙালিদের বিরুদ্ধে নয়। তবে অসমের ডিটেনশন সেন্টারে যে মৃত্যু হয়েছে তাতে প্রতি ৩০ জনে ৪ জন বাঙালি কেন মারা গিয়েছেন। আপনার ট্র্যাক রেকর্ডই বলছে আপনার কাছে একটি মাপকাঠি রয়েছে, তা হল বাঙালি। এর সঙ্গে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্ক নেই। এখানে শুধুই একটি ভাষা, একটি জাতি ও একটি সংস্কৃতির প্রতি অস্বাভাবিক ঘৃণা রয়েছে আপনার।

হিমন্তকে প্রশ্নবাণ

১০০ দিনের কাজের বকেয়া রাজ্যের প্রশ্নে অস্বস্তিতে কেন্দ্র

প্রতিবেদন: মনরেগা এবং আবাস যোজনা খাতে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিমাণ বকেয়া টাকা কবে দেওয়া হবে? কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে আয়োজিত পারফরম্যান্স রিভিউ বৈঠকে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি উলগানাথন। মঙ্গলবার দিল্লিতে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের সামনেই এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এই আমলা। অন্যান্যবারের মতো এবারেও রাজ্য সরকারের এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি মোদি সরকারের কোনও মন্ত্রী বা আমলা, এমনই দাবি সরকারি সূত্রের। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অসহযোগিতার কারণে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে, সে-কথাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি উলগানাথন। এই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা। যাবতীয় আর্থিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে রাজ্য সরকার নিজেদের অর্থ দিয়েই গরিব খেটে খাওয়া মানুষদের মাথার উপরে ছাদ দেওয়ার লক্ষ্যে আবাস যোজনা প্রকল্পের কাজ বহাল রেখেছে বলেও জানিয়ে দেন তিনি।

আজ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করতে পারেন রাজ্যের পঞ্চায়েত বিভাগের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি উলগানাথন। দাবি জানাতে পারেন রাজ্যের বকেয়া টাকা দেওয়ার জন্য। মনরেগা, আবাস যোজনা এবং সড়ক যোজনা মিলিয়ে রাজ্যের মোট বকেয়া প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা।

দিল্লিতে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষ বিজেপির

ধরনায় সাংসদরা, নির্দেশ নেত্রীর

প্রতিবেদন : কোথায় গেল মানবাধিকার কমিশন, শিশুসুরক্ষা কমিশন আর মহিলা কমিশন? দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনির নরকদশার কথা জানা নেই তাঁদের? ধরনা আন্দোলনে মঞ্চ থেকে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। মঙ্গলবার বেলা ১টা নাগাদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষকে ফোন করে খোঁজখবর নিলেন আন্দোলনের। দিলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশও। তাঁর কথায়, বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনির দুরবস্থা আসলে মানবাধিকার লঙ্ঘন।

জয় হিন্দ কলোনির বাসিন্দাদের পাশে। দিল্লির বসন্তকুঞ্জে ধরনা তৃণমূলের।

জল নেই, আলো নেই। কয়েক যুগ ধরে এইভাবেই চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর, গন্ধ ও আবর্জনার মধ্যেই কয়েকশো শিশু ও মহিলা বাস করছেন বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে। অথচ কোনও হেলদোলই নেই দিল্লির বিজেপি সরকারের। বিজেপির এই বাংলা-বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই দিল্লির বসন্তকুঞ্জের জয় হিন্দ কলোনিতে শেষ হল তৃণমূল কংগ্রেসের একদিনের ধরনা আন্দোলন। সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত চলল এই অবস্থান-বিক্ষোভ। এদিন ধরনায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। জয় হিন্দ কলোনির কয়েক হাজার বাঙালি পরিবারকে উৎখাতের পরিকল্পনামাফিক যে চক্রান্ত চালাচ্ছে বিজেপি তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, সুখেন্দুশেখর রায়, দোলা সেন ও সাকেত গোখেল। সাগরিকা ঘোষের কণ্ঠে বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ। তাঁর কথায়, তৃণমূল নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছেন, রুখে দাঁড়িয়েছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সাগরিকা বলেন, বেছে বেছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের আক্রমণ করা হচ্ছে। নির্মমতার সব সীমা পার করে গেছে বিজেপি। তাঁর দাবি, জয় হিন্দ কলোনির বাংলাভাষীরা সকলেই পরিযায়ী শ্রমিক। আদতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের কাছে নাগরিক পরিচয়পত্র আধার, ভোটার কার্ড— সব কিছুই আছে। তবুও বিজেপি অন্যায়ভাবে মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের উৎখাত করতে চাইছে। বিজেপির এই বাংলা-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে আরও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে জানালেন সাংসদ সাগরিকা ঘোষ।

আগামিদিনে এই আন্দোলন জাতীয়স্তরে পৌঁছতে সংসদের বাদল অধিবেশনে ঝড় তুলবে তৃণমূল। বিজেপির বাঙালি-বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে সরব হবে সংসদের বাইরেও।

নোটস দিতে ডেকে ছাত্রীকে ধর্ষণ করল ২ লেকচারার

বেঙ্গালুরু

প্রতিবেদন: ওড়িশার বালেশ্বরের পরে এবারে ছাত্রী নির্যাতনের আরও এক ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল বেঙ্গালুরু। নোটস দেবে বলে বন্ধুর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে ছাত্রীকে ধর্ষণ করল কলেজের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। শুধু ওই শিক্ষকই নয়, ছাত্রীটিকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে কলেজেরই জীববিদ্যার শিক্ষক এবং তার এক বন্ধুর বিরুদ্ধেও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বেঙ্গালুরু। নিন্দার ঝড় উঠেছে কংগ্রেস শাসিত কর্নাটকজুড়ে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার লেকচারার দু'জনেই একটি বেসরকারি কলেজে কর্মরত। তৃতীয় অভিযুক্ত তাদেরই বন্ধু। নির্যাতিতার ছাত্রীর অভিযোগ, নোটস দেবে বলে তাঁকে এক বন্ধুর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল পদার্থবিদ্যার লেকচারার। সেখানে তখন উপস্থিত কলেজেরই জীববিদ্যার লেকচারার এবং তাদের এক বন্ধু। ওই বাড়িতেই তাকে ধর্ষণ করে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। পুরো ঘটনার ভিডিও তুলে নিয়ে নির্যাতিতাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে জীববিদ্যার শিক্ষক। সামাজিক মর্যাদাহানির ভয় দেখিয়ে ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করে জীববিদ্যার শিক্ষকও। এরপরে শুরু ওই দুই ধর্ষক লেকচারারের বন্ধুর ব্ল্যাকমেল। সমাজমাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ছাত্রীটিকে ধর্ষণ করে সেও।

সেই ছাত্রীর মৃত্যু, বন্‌ধের ডাক

বালেশ্বর

প্রতিবেদন : শেষ হল মৃত্যুর সঙ্গে তিনদিনের লড়াই। ভুবনেশ্বর এমসে মৃত্যু হল বালেশ্বর কলেজের সেই নির্যাতিতা ছাত্রীর। সোমবার রাত ১১টা৪৬ মিনিটে ওই ছাত্রীর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভ শুরু হয় কলেজের সামনে এবং ওড়িশায় অন্যান্য জায়গাতে। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে বিজেডি-কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল। ১৭ জুলাই ডাক দেওয়া হয়েছে ওড়িশা বন্‌ধের।

বালেশ্বরে ফকিরমোহন কলেজের এক বিভাগীয় প্রধান ওই ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা করেছিলেন বলে অভিযোগ। গত ১ জুলাই থেকে লাগাতার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন ওই ছাত্রী। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। শনিবার অধ্যক্ষের কাছেও অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুবিচার না পেয়ে অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়েই কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন ওই ছাত্রী। দেহের ৯৫ শতাংশ পুড়ে যায় তাঁর। অভিযুক্ত অধ্যাপক এবং কলেজের অধ্যক্ষকে জনরোষের চাপে পড়ে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় গেরুয়া পুলিশ। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল সাফ জানিয়েছে, ৩০ জুন মেয়েটির তরফে একটি অভিযোগ দায়ের করার পরেও ৯ জুলাইয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি অভিযুক্তকে বরখাস্ত করেনি। তৃণমূলের প্রশ্ন জাতীয় মহিলা কমিশন নীরব কেন?

গেরুয়া ত্রিপুরায় স্মার্ট মিটারের নামে প্রহসন এক মাসে বিল বাড়ল ৬১ হাজার টাকা

প্রতিবেদন: বিদ্যুতের বিলের জন্য স্মার্ট মিটার বসানোর কেন্দ্রের ফতোয়া মানেনি বাংলার সরকার। পরীক্ষামূলকভাবে যে স্মার্ট মিটারগুলি বসেছিল তাতে যে আস্বাভাবিক বিল আসে, তাতেই বাংলার সরকার কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে। কিন্তু বিজেপি-শাসিত ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ চান বা না চান, চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মার্ট মিটার। ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ

মানুষকে। একমাসে বইতে হচ্ছে ৬১ হাজার টাকার বেশি বিল। কেন্দ্রের সরকার চাপিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটার বসেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায়। দক্ষিণ ত্রিপুরার বনকরের পুরসভা এলাকায় সম্প্রতি বসেছে স্মার্ট মিটার। বাসিন্দা পূর্ণিমা দাসের জুন মাসে যে বিল এসেছে তাতে অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯২ টাকা। একমাসে তাঁদের এমনই বিল আসে বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু সমস্যা শুরু জুলাই মাসের বিল নিয়ে। স্মার্ট মিটার বসার পরে বিলের টাকার অঙ্ক দেখে আতঙ্কে পরিবার। তাঁরা জানান, একমাসে বিল এসেছে ৬১ হাজার ৪৮১ টাকা। দুইমাসের বিলের টাকার অঙ্কে আকাশ-পাতাল ফারাক।

খুন করল মা

প্রতিবেদন : এতটা নিচে নামতে পারে একজন মা? যোগীরাজ্যে স্বামীকে ফাঁসাতে ৫ বছরের শিশুকন্যাকেই গলাটিপে খুন করল এক মহিলা। তারপরেই পুরো দোষ চাপিয়ে দিল স্বামীর উপরে। লখনউয়ের ঘটনা। নেপথ্যে পরকীয়া। প্রাথমিক তদন্তের পরেই পুলিশ জানতে পেরেছে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল ওই মহিলা। পথের কাঁটা স্বামীকে সরাতে তাই সে এই বদ মতলব এঁটেছিল। তাকে গ্রেফতার করার পর জেরায় স্বীকার করে খুনের কথা।

দেশ বিদেশ

16 July, 2025 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ সংলগ্ন অঞ্চলে হত্যা করা হল রুশ গুপ্তচরদের। গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর এক শীর্ষ আধিকারিক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। রুশ গুপ্তচররাই তাঁকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ। এরপরই পালটা অভিযানে খতম কয়েকজন রুশ গুপ্তচর।

শিক্ষাক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতিতে সায় দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্টও

প্রতিবেদন : আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পথে আপাতত আর বাধা থাকছে না। সরকারি সিদ্ধান্তে সায় মিলেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের।

এর ফলে আমেরিকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে আর কোনও বাধা নেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের। সোমবার মার্কিন প্রশাসনের তরফে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার জরুরি শুনানি করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা দফতরের ১৪০০ কর্মীকে পুনর্বহালের যে রায় নিম্ন আদালত দিয়েছিল তাতেও স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ফেরার পর ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে তিনি শিক্ষা ফিরিয়ে দিতে চান। মার্চ মাসে প্রায় অর্ধেক কর্মী ছাঁটাই-এর পরিকল্পনাও করা হয়।

পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইনের সীমার মধ্যে শিক্ষা বিভাগকে যতটা সম্ভব বন্ধ করা যায় সেই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলেছিলেন। এর বিরোধিতা করে আদালতে যায় বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্য এবং শিক্ষক সংগঠন। তাদের অভিযোগ ছিল এইভাবে শিক্ষাবিভাগ বন্ধের সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা লঙ্ঘনের সমান। পরে নিম্ন আদালত ছাঁটাই করা কর্মীদের পুনর্বহালের নির্দেশ দিলেও সেই রায় সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মাত্র ১৩ শতাংশ তহবিল আসে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাছ থেকে, বাকি অর্থ আসে অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে। ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে এসে প্রশাসনকে সরকারি খরচ কমানোর নির্দেশ দেন। নিম্ন আদালত জানিয়েছিল কর্মী ছাঁটাই করলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর আইনি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল বিচারপতিরা এই যুক্তিকে গুরুত্ব দেননি। সোমবার শুনানিতে তিন উদারপন্থী বিচারপতি অবশ্য শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

মহাকাশ ছেড়ে মাটিতে

অ্যাক্সিয়ম-ফোর ড্রাগনে ফিরলেন শুভাংশুরা

প্রতিবেদন : প্রত্যাশামতোই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন। মঙ্গলবার পৃথিবী ছুঁল মহাকাশযান অ্যাক্সিয়ম-ফোর ড্রাগন। নাসা ও অ্যাক্সিয়মের লাইভে গোটা বিশ্ব এক চরম উত্তেজনার মুহূর্তের সাক্ষী থাকল। লক্ষ্ণৌতে প্রতীক্ষারত ভারতীয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শুভাংশু শুক্লার পরিবার মহাকাশযানের পৃথিবী ছোঁয়ার মুহূর্তে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। অন্যদিকে পৃথিবী ছোঁয়ার আগের মুহূর্তে কীভাবে উত্তেজনায় নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলেন চার মহাকাশচারী, সেই ছবিও দেখল গোটা বিশ্ব। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অ্যাক্সিয়মের ড্রাগন অবতরণ করতেই রাতের অন্ধকারে শুরু হয় মহাকাশচারীদের উদ্ধারকাজ। আপাতত এক সপ্তাহ পর্যবেক্ষণে থাকবেন চার মহাকাশচারী।

দেশের প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে ২০ দিন মহাকাশে ও ১৮ দিন আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে কাটিয়ে মঙ্গলবার পৃথিবীতে ফিরেছেন শুভাংশু শুক্লা। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে পরিকল্পনামাফিক অবতরণ সম্পূর্ণ হয়। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলতে থাকা ড্রাগনকে ঠাণ্ডা করে বের করে আনা হয় চার মহাকাশচারীকে। প্রথমেই বেরিয়ে আসেন মার্কিন কমান্ডার পেগি হুইটসন। তারপরেই হাসিমুখে বেরিয়ে আসেন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট শুভাংশু শুক্লা। এরপর একে একে পোল্যান্ডের স্লাওস উজনানস্কি ও হাঙ্গেরির টিবর কাপু। উল্লেখযোগ্যভাবে, ড্রাগন ক্যাপসুলের বাইরে বেরিয়ে আসতেই চারজন নভোশ্চর পায়ে হেঁটেই গবেষণাগারের ভিতরে যান।

ঘরের ছেলেকে সুস্থভাবে, নিরাপদে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

অ্যাক্সিয়ম ফোর এই সফরে মহাকাশে মোট ৬০টি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছে চার মহাকাশচারীর মাধ্যমে। ২০ দিনের মহাকাশ সফরে তাঁরা সম্পূর্ণ করেন ৮.৪ মিলিয়ন মাইল যাত্রা। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ৩২০টি প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করেন চার মহাকাশচারী। চারজনের মধ্যে একমাত্র মার্কিন হুইটসন আগে দু-বার মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। আর ভারতের মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা তাঁর অ্যাক্সিয়ম সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার ইসরোর গগনযান নিয়ে মহাকাশে মানুষ নিয়ে পাড়ি দেওয়ার মিশনে সহযোগিতা করবেন।

সমীক্ষায় এগিয়ে বিরোধীরা
বিহারে মহাচাপে বিজেপি

প্রতিবেদন : আদৌ কতটা যুক্তিসঙ্গত নির্বাচন কমিশনের স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিউ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খোদ দেশের শীর্ষ আদালত। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে দেশের সব বিরোধী দল একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেছে বিহারে এসআইআর-এর। তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে অনেক ভালভাবে সক্ষম হয়েছে বিরোধী দলগুলি। উল্টোদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বলার কেউ নেই বিহারে। এতদিনে সেই কথা বুঝতে পেরে এবার তড়িঘড়ি মাঠে নামা শুরু বিজেপি কর্মকর্তাদের। বিহারে নির্বাচনের প্রাথমিক লড়াইয়ে বিজেপি জোটকে পিছনে ফেলে যে এগিয়ে গিয়েছে বিরোধীরা, তা বুঝেই কর্মী-নেতাদের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিহারে যে প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে, তাতে প্রমাণিত, বেছে বেছে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিজেপির চক্রান্তে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই বার্তা বিরোধী সব দলই বিহার নির্বাচনের আগে দলীয় ইস্যু হিসাবে জনতার সামনে তুলে ধরছে। তারা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারে এসআইআর নিয়ে সতর্ক করেছে। সেইসঙ্গে নিজেদের বুথস্তরের বিএলএ নির্বাচন করে তালিকা সংশোধনের কাজ করেছে। কমিশনের উপর নির্ভর না করে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ভোটার তালিকা তৈরির কাজ বিরোধী দলগুলি চালিয়েছে এই কয়েকমাস ধরে।

আর এই পরিস্থিতিতে বিহারের বিজেপি কর্মীরা কার্যত দিশাহীন। একাংশের নেতাদের দাবি, বিহারে হঠাৎ এসআইআর শুরু করে দেওয়া সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না জেলাস্তরের নেতাদের। আর ততদিনে বিরোধীরা তালিকা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফলে দেরিতে মাঠে নামার প্রস্তুতি বিহার বিজেপির। রবিবার ২৬ জেলার বিজেপি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয় জেলায় জেলায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিরোধীদের দাবির উল্টো বোঝাতে।

নির্বাচন কমিশনের দাবি, এ-পর্যন্ত বিহারের ৭.৮৯ কোটি বাসিন্দার মধ্যে ৬.৬ কোটি বাসিন্দা এই ফর্ম ফিলাপ করেছে। কিন্তু আসল গল্প সেই ফর্মেই। দেখা গেছে, ফর্মে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনও বাসস্থানের প্রামাণ্য নথি ছাড়াই জমা হয়েছে। কমিশন যে ১১টি বস্তুকে বাসস্থানের নথি হিসাবে উল্লেখ করে দিয়েছিল, ভোটাররা তা দিতে পারেননি অথবা দেননি। এবার বিরোধীদের এই নথি নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর সাধারণ মানুষের এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ। তা যদি হয়, তাহলে বলতেই হবে কমিশনের সমর্থনে প্রচারে বিহারে পিছিয়ে বিজেপি ও তাদের জোটসঙ্গীরা।

নিমিশার ফাঁসি আপাতত স্থগিত

শেষ চেষ্টা জারি বেসরকারি স্তরে

প্রতিবেদন : বুধবারই ইয়েমেনে ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় তরুণী নিমিশা প্রিয়ার। মঙ্গলবার জানা যায়, তাঁর মৃত্যুদণ্ড আপাতত স্থগিত রেখেছে ইয়েমেনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বুধবারই ইয়েমেনে কেরলের নার্স নিমিশার ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। তবে কতদিনের জন্য মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছে, পরিবর্তিত কোনও দিন স্থির করা হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়।

কেরলের পালক্কাড়ের বাসিন্দা নিমিশা নার্সের কাজ নিয়ে ২০০৮ সালে ইয়েমেনে যান। ২০১৭ সালে ব্যবসায়িক সঙ্গীকে খুনের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় ২০১৮ সালে দোষী সাব্যস্ত হন নিমিশা। তাঁর ফাঁসির নির্দেশ দেয় ইয়েমেনের আদালত। এরপর থেকে তাঁর ফাঁসি আটকাতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিমিশার পরিবারের সদস্যরা। ভারত সরকারের সাহায্য চান তাঁরা। ইয়েমেনের সুপ্রিম কোর্টেও সাজা মকুবের আবেদন জানানো হয়। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়।

নিমিশার ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়া রুখতে ভারতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তাঁর পরিবার। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে, সেই আর্জি জানান তাঁরা। তবে কেন্দ্রের তরফে সোমবারেই জানিয়ে দেওয়া হয়, ইয়েমেনে বন্দি তরুণীর মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে আর বিশেষ কিছু করার নেই ভারত সরকারের। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরমানি সোমবার শীর্ষ আদালতে বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। একটা পর্যায় অবধি আমরা যেতে পারতাম এবং তত দূর পর্যন্ত গিয়েওছিলাম। কিন্তু এখন আর সরকারের কিছু করার নেই। ইয়েমেনের সঙ্গে স্পর্শকাতর সম্পর্ক রয়েছে ভারতের। এই দেশটিকে কূটনৈতিকভাবে ভারত স্বীকৃতি দেয়নি। সরকারি স্তরে আর কিছু করা সম্ভব নয় বলেও শীর্ষ আদালতকে জানিয়ে দেন তিনি।

২৪ ঘণ্টা আগে ইয়েমেনের সিদ্ধান্ত বদল আশা জাগাচ্ছে

সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, নিমিশার পরিবারের সদস্যেরা ইয়েমেনে মামলার অন্যপক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতিতে রক্তমূল্য ধার্য করে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সমাধানে পৌঁছনোর চেষ্টা শুরু করেছেন। এর জন্য তারা যাতে আরও কিছু সময় পান, তার চেষ্টা হচ্ছে। বেসরকারি স্তরে কিছু ব্যক্তি সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় আধিকারিকেরা ইয়েমেনের স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষ এবং আইনজীবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখছেন। তার ফলে শেষমুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড আপাতত স্থগিত করা সম্ভব হয়েছে বলে খবর।

অযথা মামলা মুলতুবিতে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : এখন থেকে কোনও মামলা মুলতবি বা শুনানি পিছিয়ে দেওয়া যাবে না, যদি না তার পিছনে যথাযথ কারণ ও যুক্তি থাকে। নয়া নির্দেশিকায় জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার মুলতবি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সম্মতি-সহ একটি নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে। এই ফর্মে অন্য পক্ষদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে এবং বিচারপতি তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি কোনও পক্ষ আপত্তি জানায়, তবে মামলা মুলতবি নাও হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নির্দেশিকা বিচার প্রক্রিয়ার গতি বাড়াবে। এতে সাধারণ নাগরিকদের দ্রুত বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফলিক অ্যাসিড, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারেই গর্ভস্থ শিশুর সুস্থ বিকাশ হয় এবং ত্রুটিমুক্তভাবে ভূমিষ্ঠ হয়। তাই গর্ভবতী মায়েদের শুরু থেকেই এগুলো মেনে চলা জরুরি

‘গন্নাকাটা’ একটি জন্মগত ত্রুটি

কাটা ঠোঁট বা কাটা তালু নিয়ে জন্মায় অনেক শিশুই। এই ত্রুটি শিশুর শরীর-মনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনই এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সম্মুখীন হন শিশুটির বাবা-মাও। তাই জুলাইয়ে পালিত হয় ক্লেফট লিপ ও ক্রেনিওফেসিয়াল সচেতনতা মাস। কেন হয় এই ধরনের ত্রুটি? কীভাবে এড়াবেন এই সমস্যা? লিখলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

ঠোঁটকাটাদের সঙ্গে কথা বলতে যতই ভয় পান না কেন ক্লিনিকালি ক্লেফট লিপ বা ক্লেফট প্যালেট হল একটি জন্মগত ত্রুটি। চলতি বাংলায় যাকে আমরা বলি ‘গন্নাকাটা’। সেই ঠোঁটকাটা বা তালুকাটা এবং সঙ্গে ক্রেনিওফেসিয়াল সমস্যা যেমন মাথার খুলি ও মুখের হাড়ের গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে জুলাইয়ে পালিত হয় ক্লেফট লিপ ও ক্রেনিওফেসিয়াল সচেতনতা মাস।

সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি ৭০০ শিশুর মধ্যে একজন ক্লেফট লিপ, ক্লেফট প্যালেটের শিকার বা একই সঙ্গে দু-ধরনের ত্রুটিরই শিকার। এই জন্মগত ত্রুটি হলে সাধারণত উপরের ঠোঁট বা তালুর একটি অংশ জন্মগতভাবেই তৈরি হয় না। ফলে গভীর এক ক্ষত তৈরি হয় মুখে।

ক্লেফট প্যালেট ও ক্লেফট লিপ

গর্ভধারণের চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে মুখের অংশ তৈরি হয় মানবশিশুর। এই সময়ে ধাপে ধাপে তৈরি হয় ঠোঁট ও টাগরা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে টাগরা সঠিক ভাবে না জুড়ে নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দু’দিকের ঠোঁট ঠিকভাবে না জুড়লে নাক ও ঠোঁটের মধ্যে একটা বিশাল ফাঁক তৈরি হয় এবং বিকৃত আকার ধারণ করে। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন গঠনগত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে এই ধরনের ত্রুটি নিয়ে শিশু জন্ম নিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ‘ক্লেফট প্যালেট’।

গর্ভধারণের চার থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে শিশুর ঠোঁট তৈরি হয়। মাথার দু-পাশের টিস্যু মুখের ঠিক মাঝখানে এসে জুড়ে ঠোঁট এবং মুখ তৈরি করে। ওই টিস্যুগুলো সম্পূর্ণরূপে না জুড়লে ঠোঁট কাটা হয়। ফলস্বরূপ, উপরের ঠোঁটের দুই পাশের মধ্যে একটি খোলা বা ফাঁক তৈরি হয়। একে চিকিৎসার পরিভাষায় বলে ক্লেফট লিপ।

ক্রেনিওফেসিয়াল সমস্যা

- এটা হল মুখ এবং মাথার করোটি বা খুলি সংক্রান্ত ত্রুটি বা রোগ। এটা জন্মগতও হতে পারে বা কোনও আঘাত এবং টিউমার থেকেও হতে পারে, সংক্রমণ থেকেও হতে পারে। যেমন ক্রেনিওসিনয়োরোসস্টোসিস। এক্ষেত্রে মাথার খুলির হাড় একজায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি ফ্র্যাকচার বা টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।
- ট্রমা বা আঘাতের কারণে হাড় ভাঙা, নরম টিস্যুর ক্ষতি এবং স্নায়ুর আঘাত হতে পারে।
- টিউমার, সংক্রমণ এবং প্রদাহজনক রোগগুলি ক্রেনিওফেসিয়াল সমস্যা বা ত্রুটি তৈরি করতে পারে।
- ফেসিয়াল নার্ভ পলসি (যেমন বেল পলসি) মুখের পেশিগুলির দুর্বলতা বা পক্ষাঘাতের কারণও এই সমস্যা হতে পারে।

সমস্যার কথা

- ক্লেফট লিপ যে শিশুর রয়েছে তাদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কারণ এই শিশুরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই শিশুরা জন্মেই খুব স্বাভাবিক ভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেতে সমস্যা হয়, চিবোতে সমস্যা হয়। কারণ অনেক সময় খাবারটা নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে।
- ক্লেফট প্যালেট বা তালুকাটা শিশুরা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না। তাদের কথা বলা নাকিসুরে হয়ে যায়। ঠিকমতো হাসতে পারে না।

- ঠোঁটকাটা বা তালুকাটা শিশুর কানের, দাঁতের সমস্যা দেখা দেয়। কোনও ক্ষেত্রে দাঁত ঠিকমতো গজায় না। দাঁতে, কানে সংক্রমণ হয়।
- এ ছাড়া মানসিক, সামাজিক সমস্যা, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়।

গর্ভাবস্থাতেই সতর্ক হোন

- গর্ভাবস্থার আগে এবং তারপরে প্রথম তিন মাস পরামর্শ অনুযায়ী ফলিক অ্যাসিড নিলে ঠোঁটকাটা ও তালুকাটার ঝুঁকি কমে।
- গর্ভাবস্থায় মহিলাদের মধ্যে ধূমপান এবং অ্যালকোহল নেওয়ার প্রবণতা শিশুর মধ্যে রোগের ঝুঁকি অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।
- এসময় যে কোনও ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- যদি গর্ভবতী মায়ের ডায়াবেটিস বা অতিরিক্ত ওজন থাকে তাহলে এর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ জরুরি।
- যদি পরিবারে কারও ঠোঁট কাটা বা তালু কাটার ইতিহাস আগে থেকে থাকে, তাহলে গর্ভধারণের আগেই জেনেটিক কাউন্সিলিং করিয়ে নিন।

চিকিৎসা

এই ক্ষত সারাতে হলে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্রোপ্রচারই অন্যতম পথ। অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে এই ফাটল বন্ধ করা হয়, ক্লেফট লিপে সাধারণত ৩-৬ মাস বয়সে করা হয়। এরপর, কথাবলা এবং খাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে স্পিচ থেরাপি এবং অন্যান্য থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া, দাঁতের যত্নের জন্য ডেন্টিস্টের সঙ্গে কথা বলা জরুরি। ক্লেফট প্যালেটে ১২ থেকে ১৮ মাস বয়সে ফাটল বন্ধ করার অস্ত্রোপ্রচার করা হয়। তবে তা সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় না। অনেক সময় কাটা দাগ থেকে যায়।

পরবর্তীতে যাদের কথা বলতে সমস্যা হয় তাদের জন্য স্পিচ থেরাপি করানো যেতে পারে।

ক্রেনিওফেসিয়াল সমস্যার চিকিৎসা কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্রোপ্রচার। যা মুখ, চোয়াল, মাথার খুলির গঠনগত সমস্যার সমাধান করে। এছাড়া পরবর্তীতে অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচথেরাপি, ফিজিক্যাল থেরাপিও চলে।

নতুন গবেষণা

বিগত বছরে ক্লেফট লিপ এবং প্যালেট জনিত সমাধান করতে একটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন সুইৎজ়ারল্যান্ডের চিকিৎসকেরা। তাঁরা বলছেন জন্মগতভাবে হোক অথবা আঘাত লেগে বা দুর্ঘটনায় ক্ষত এই নতুন পদ্ধতিতে তার নিরাময় সম্ভব। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলিকে সরিয়ে ফেলে, সেই জায়গায় নতুন কোষ প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব। এর ফলে ঠোঁটের বা তালুর খুঁত নিপুণভাবে ঢেকে দেওয়া সম্ভব হবে। সুইস চিকিৎসকদের দাবি এই পদ্ধতির কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। আশা করা যাচ্ছে এই ধরনের জন্মগত ত্রুটির ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার অনেক আশার আলো দেখাবে।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কথাতেই এসেছি, বললেন আল নাসেরের নতুন কোচ জর্জ জেসাস

স্টার্কের ৬, বোল্যান্ডের হ্যাটট্রিক

২৭ রানে শেষ, লজ্জার রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের

১৫ বলে পাঁচ উইকেট! টেস্টে দ্রুততম ফাইফারের পর স্টার্ক। (ডানদিকে) হ্যাটট্রিকের উৎসব বোল্যান্ডের। জামাইকাতে।

জামাইকা, ১৫ জুলাই : বিশ্ব ক্রিকেটে এক সময়ের ত্রাস ছিল তারা, তারাই টেস্টে লজ্জার রেকর্ড গড়ল। জামাইকার সাবাইনা পার্কে দিন-রাতের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৭ রানে অল আউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কেবল ১৪.৩ ওভার স্থায়ী হয় তাদের ইনিংস। টেস্টে এটাই ক্যারিবিয়ানদের সর্বনিম্ন রানের ইনিংস। সৌজন্যে বিধ্বংসী মিচেল স্টার্কের নজির গড়ে ৬ উইকেট এবং স্কট বোল্যান্ডের হ্যাটট্রিক। মাত্র এক রানের জন্য লজ্জার বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭০ বছর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার রেকর্ড রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৭ রানে অল আউট হওয়াটা টেস্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর।

ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংয়ের উপর বুলডোজার চালিয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার স্টার্ক ও বোল্যান্ড। দু'জনের দাপটে ১৭৬ রানে শেষ টেস্ট জিতে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ হোয়াইটওয়াশ করেছে অস্ট্রেলিয়া। স্টার্ক মাত্র ৯ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছেন। মাত্র ১৫ বলের মধ্যে টেস্টের ইতিহাসে দ্রুততম পাঁচ উইকেটের নজির গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি পেসার। বোল্যান্ড হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পরপর তিন বলে জাস্টিন গ্রিভস, শামার যোসেফ এবং জোমেল ওয়ারিকনকে আউট করে। অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১২১ রানে অল আউট করে দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জয়ের জন্য রস্টন চেজদের সামনে লক্ষ্য ছিল ২০৪ রানের। কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং ভরাডুবি ক্যারিবিয়ানদের। স্টার্কের ছিল এটি শততম টেস্ট। ম্যাচ ও সিরিজ সেরা অস্ট্রেলীয় স্পিডস্টার। স্টার্ক বলছেন, দারুণ একটা সপ্তাহ কাটল। বল হাতে নিখুঁত থাকতে পেরেছি। স্পেশ্যাল পারফরম্যান্স।

রিফেলকে তোপ দাগলেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : লর্ডস টেস্টের অন্যতম আম্পায়ার পল রিফেলের কড়া সমালোচনা করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার কোনও রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন, রিফেলের পক্ষপাতদুষ্ট আম্পায়ারিংয়ের শিকার হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।

অশ্বিনের অভিযোগ, চতুর্থ দিনে মহম্মদ সিরাজের বলে পরিষ্কার লেগ বিফোর উইকেটে ছিলেন জো রুট। কিন্তু রিফেল আউট না দেওয়াতে আম্পায়ার্স কলের সৌজন্যে সে-যাত্রায় বেঁচে যান রুট। রিফেল যদি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে ভারতকে আরও কম রান তাড়া করতে হত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বিন বলেছেন, মজার বিষয়, ভারত যখন বোলিং করে, তখন পল রিফেলের মনে হয়, এটা নটআউট। আবার ভারত যখন ব্যাটিং করে, তখন একই ক্ষেত্রে ওঁর মনে হয় আউট! এটা যদি শুধু ভারতের বিরুদ্ধে না হয়ে অন্যদের বিরুদ্ধেও হয়, তাহলে আইসিসির উচিত এই বিষয়ে নজর দেওয়া।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাইডন কার্সের বলে শুভমন গিলকে কট বিহাইন্ড ঘোষণা করেছিলেন রিফেল। কিন্তু গিল ডিআরএস নেওয়ার পর রিপ্লেতে পরিষ্কার ধরা পড়ে, বল ও ব্যাটের মধ্যে বড় ফাঁক ছিল। অশ্বিনের বক্তব্য, আমার একটা সেডান গাড়ি আছে। সেটাও ওই ফাঁক দিয়ে গলে যেত। ওটা পরিষ্কার নটআউট ছিল। কিন্তু রিফেল আঙুল তুলে দেন। তবে এটাই কিন্তু প্রথম বা একমাত্র ঘটনা নয়। বারবার ঘটছে। আমার বাবা পাশে বসে খেলা দেখছিলেন, উনিও বললেন, রিফেল আম্পায়ার থাকলে ভারত জিতবে না। অশ্বিন একা নন, রিফেলের আম্পায়ারিংয়ের সমালোচনা করেছেন আরেক প্রাক্তন ভারতীয় তারকা অনিল কুম্বলেও। তাঁর বক্তব্য, মনে হচ্ছে, পল রিফেল সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন, ভারতের বোলিংয়ের সময় কিছুতেই আউট দেবেন না।

দশে শেফালি

দুবাই : মেয়েদের টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকার প্রথম দশে ফিরে এলেন শেফালি ভার্মা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত টি-২০ সিরিজে ১৫৮.৫৬ স্ট্রাইক রেটে ১৭৬ রান করার পুরস্কার পেলেন ভারতীয় ওপেনার। মঙ্গলবার আইসিসি যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে চার ধাপ এগিয়ে নবম স্থানে উঠে এসেছেন শেফালি। আরেক ভারতীয় ওপেনার তথা সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা নিজের তিন নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন। প্রথম দশে শেফালি ও স্মৃতি ছাড়া আর কোনও ভারতীয় ব্যাটার নেই। দু'ধাপ পিছিয়ে ১৪তম স্থানে নেমে গিয়েছেন জেমাইমা রডরিগেজ।

শুরুতেই হার

টোকিও : জাপান ওপেন সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের শুরুতেই বিদায় নিলেন ভারতীয় শাটলার জুটি ঋতুপর্ণা পান্ডা ও শ্বেতাপর্ণা পান্ডা। মঙ্গলবার মেয়েদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে ঋতুপর্ণারা ১৩-২১, ৭-২১ গেমে হেরে যান জাপানি জুটি কোকোনা ইশিকাওয়া ও মাইকো কাওয়াজোর কাছে। ডাবলস র‍্যা ঙ্কিংয়ে ৩৯তম স্থানে থাকা ভারতীয় জুটিকে হারাতে মাত্র ৩২ মিনিট সময় নেন ইশিকাওয়া ও কাওয়াজো। বুধবার টুর্নামেন্টে নামছেন পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন এবং ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাই রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি।

ক্লাব বিশ্বকাপ ট্রফি ওভাল অফিসে থাকবে, দাবি ট্রাম্পের

নিউ জার্সি, ১৫ জুলাই : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চেলসি। কিন্তু আসল ট্রফি প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিকে দেওয়া হয়নি। বিশ্বকাপের রেপ্লিকা ট্রফি পেয়েছে চেলসি। আসল ট্রফিটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওভাল অফিসে রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, ফিফা তাঁকে জানিয়েছে, রেপ্লিকা ট্রফি দেওয়া হয়েছে চ্যাম্পিয়ন দলকে। আসল ট্রফি পাকাপাকিভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসেই থাকবে।

নিউ জার্সিতে গত রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজি-কে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় চেলসি। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ফিফার পক্ষ থেকে ক্লাব বিশ্বকাপের আসল ট্রফির রেপ্লিকা দেওয়া হয়েছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিকে। গত মার্চে প্রেসিডেন্টের ওভাল অফিসে ক্লাব বিশ্বকাপ ট্রফির উন্মোচন করেন ট্রাম্প। এরপর থেকেই ট্রফিটি সেখানেই রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান। ফাইনালের দিন নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের সম্প্রচারকারী

চ্যাম্পিয়ন চেলসির ফুটবলারদের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

চ্যানেলকে ট্রাম্প বলেছেন, ফিফার কাছে জানতে চাইলাম, তোমরা ট্রফিটা কখন নেবে? তারা বলেছে আমরা আর ট্রফিটা নেব না। ওভাল অফিসে আপনি এটা স্থায়ীভাবে রাখতে পারেন। আমরা নতুন একটি তৈরি করছি। ফিফা সত্যিই নতুন ট্রফি বানিয়েছে। আগেরটা ওভাল অফিসেই রয়েছে।

নিয়মানুযায়ী, ফিফা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দলকে কিছুক্ষণের জন্য আসল ট্রফিই দেওয়া হয়। পরে রেপ্লিকা দেওয়া হয় স্থায়ীভাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম হল, তা নিয়ে ফিফার কোনও বিবৃতি আসেনি। এদিকে, ট্রফি নিয়ে চেলসির বিজয়োৎসবের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট মঞ্চ না ছাড়ায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও এটা নিয়ে বিতর্ক বাড়েনি।

জোতাকে শ্রদ্ধা ম্যান ইউয়ের

লিভারপুল, ১৫ জুলাই : গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত দিয়েগো জোতা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভাকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ, ফুটবলাররা। অ্যানফিল্ডে জোতাকে স্মরণ করলেন জাতীয় দলে তাঁর দুই পর্তুগিজ সতীর্থ ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও দিয়েগো দালোত। ব্রুনো, দালোতদের সঙ্গে অ্যানফিল্ডে যান ম্যান ইউ কোচ রুবেন আমোরিমও। তিনিও ফুলের স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত জোতাকে।

ফুলের উপর কোচ, ফুটবলারদের বার্তা, 'শান্তিতে থেকো দিয়েগো এবং আন্দ্রে', 'গভীর সমবেদনা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের পরিবারের পক্ষ থেকে'। কয়েকদিন আগেই জোতার সঙ্গে পর্তুগালের হয়ে নেশনস লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ব্রুনো, দালোতরা। তাঁদের সঙ্গী ছিলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। সেই ছবিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন ব্রুনো। কয়েকদিন আগেই জোতার সম্মানে তাঁর ২০ নম্বর লিভারপুল জার্সি অবসরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তিন দিন আগেই লিভারপুলের প্রথম টিম জোতার সম্মানে তাঁর ২০ নম্বর জার্সি পড়ে একটি ম্যাচ খেলে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের দল প্রেস্টনের বিরুদ্ধে। আবেগঘন মুহূর্তে প্রয়াত সতীর্থকে স্মরণ করেন ব্রুনোরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বার ভারত সফরে আসছেন কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট

মাঠে ময়দানে

16 July, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ জুলাই ২০২৫
বুধবার

সেরা আপুইয়া, জীবনকৃতি রাজুকে

প্রতিবেদন : চলতি বছরের মোহনবাগান রত্ন সম্মান পাচ্ছেন স্বপনসাধন বোস (টুটু)। এই সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছে ক্লাবের কার্যকরী কমিটি। মঙ্গলবার কার্যকরী কমিটির বৈঠক শেষে অন্যান্য বর্ষসেরা পুরস্কার প্রাপকদের নামও ঘোষণা করলেন মোহনবাগান ক্লাবের নতুন সচিব সৃঞ্জয় বোস। আগামী ২৯ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মোহনবাগান দিবসে তাঁদের সম্মানিত করবে ক্লাব। এই বছর বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন আইএসএলের দ্বিমুকুটজয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মিডফিল্ডার লালেংমাভিয়া রালতে ওরফে আপুইয়া। গত মরশুমে মোহনবাগান মাঝমাঠের ইঞ্জিন হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন মিজো তারকা। জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত করা হবে সবুজ-মেরুন জার্সিতে দীর্ঘদিন খেলা বঙ্গ ক্রিকেটের অন্যতম তারকা রাজু মুখোপাধ্যায়কে। সদ্য এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ঐতিহাসিক সাফল্য পাওয়া ভারতীয় দলের সদস্য বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোর, ফুটবলার অঞ্জু তামাং, রিম্পা হালদার এবং কোচ তথা বাংলার ছেলে ক্রিসপিন ছেত্রীকে সম্মানিত করবে ক্লাব।

মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সৃঞ্জয় বোস, দেবাশিস দত্ত, মানস ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার।

সেরা উদীয়মান ফুটবলারের পুরস্কার পাচ্ছেন দীপেন্দু বিশ্বাস। গত মরশুমে সবুজ-মেরুন রক্ষণে কোচ জোসে মোলিনার ভরসা হয়ে উঠেছিলেন এই বঙ্গসন্তান। সেরা ফরোয়ার্ডের পুরস্কার পাচ্ছেন অস্ট্রেলীয় তারকা জেমি ম্যাকলারেন। গত মরশুমে ১১ গোল রয়েছে তাঁর নামের পাশে। সেরা সমর্থকের সম্মান পাচ্ছেন রিপন মণ্ডল। গতবার জামশেদপুরে দলের অ্যাওয়ে ম্যাচ দেখতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন রিপন। বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাচ্ছেন অর্জুন শর্মা। বর্ষসেরা অ্যাথলিটের পুরস্কার পাচ্ছেন অর্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেরা ক্রীড়া সাংবাদিকের মরণোত্তর সম্মান পাচ্ছেন অরুণ সেনগুপ্ত এবং মানস চক্রবর্তী। সেরা রেফারির সম্মান তুলে দেওয়া হবে মিলন দত্তকে। সেরা কর্মকর্তার 'অঞ্জন মিত্র' সম্মান পাবেন কমলকুমার মৈত্র। মোহনবাগান দিবসে প্রত্যেককে সম্মানিত করবে মোহনবাগান ক্লাব।

মোহনবাগান দিবসে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। উদ্বেধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সৌরেন্দ্র-সৌমজিৎ। নেতাজি ইন্ডোরে মূল অনুষ্ঠান হলেও সেদিন দুপুরে প্রাক্তন ফুটবলার ও সাংবাদিকদের প্রদর্শনী ম্যাচ হবে ক্লাব মাঠেই। মূল অনুষ্ঠান দেখার জন্য সদস্যদের পরিবার ও সমর্থকদের ৫০ টাকার টিকিট কাটতে হবে। সঙ্গে দেওয়া হবে কুপন। এদিন, কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পর কল্যাণীতে ডার্বি আয়োজন নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। সচিব বলেন, টাকা বাঁচানোর কথা ভেবে আইএফএ যুবভারতীতে ডার্বি করছে না। আশা করি, ডার্বির গুরুত্ব বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কল্যাণীর বড় ম্যাচে সদস্যদের জন্য কত টিকিট আদৌ পাওয়া যাবে তা নিয়ে সন্দিহান ক্লাব কর্তারা।

জয়ে ফেরার লড়াই আজ মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : আগের ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে আটকে গিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করেছে মোহনবাগান। বুধবার সামনে কালীঘাট মিলন সংঘ। এই ম্যাচ জিতে ১৯ জুলাইয়ের ডার্বির আগে মানসিকভাবে ভাল জায়গায় থাকতে চায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

রেলওয়ে এফসি ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় জর্জের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি সালাউদ্দিন আদনান। তরুণ উইঙ্গারের অভাববোধ করেছিল দল। মোহনবাগানও ম্যাচটি জিততে পারেনি। কোচ ডেগি কার্ডোজো জানিয়েছেন, সালাউদ্দিনকে কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধেও পাওয়া যাবে না। ফলে আগের ম্যাচের ভুল শুধরে নতুনভাবে ম্যাচ জেতার গেমপ্ল্যান তৈরি করতে হবে মোহনবাগান কোচকে।

সিনিয়র দলের কিয়ান নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট, গ্লেন মার্টিন্স কলকাতা লিগের যুব দলের সঙ্গে গত কয়েকদিন অনুশীলন করলেও মোহনবাগান কোচ জানালেন, তাঁরা এখনও ম্যাচ খেলার মতো ফিট নন। ফলে বুধবারের ম্যাচে কিয়ানদের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। দীপেন্দু মঙ্গলবার অনুশীলনেও আসেননি। তবে এই ম্যাচে কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন মোহনবাগান কোচ। প্রতিপক্ষ কালীঘাট এমএস-কে সমীহ করছেন ডেগি। বললেন, কালীঘাট এমএস টিমে ঘরোয়া লিগে খেলা অভিজ্ঞ ফুটবলাররা রয়েছে। ওরা ভাল দল। তাদের হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তরুণরাই আমাদের ভরসা। কলকাতা লিগই তাদের মঞ্চ নিজেদের প্রমাণ করে সিনিয়র দলে উঠে আসার। আশা করি, প্রতিটি ম্যাচে প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাবে আমাদের ছেলেরা।

লিগের ম্যাচের আগে মোহনবাগানের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার।

হেরে চাপে ইস্টবেঙ্গল, নায়ক মাতৃহারা অর্ণব

পাঠচক্রের গোলদাতা ডেভিড।

প্রতিবেদন : পরের ম্যাচেই কলকাতা লিগের ডার্বি। তার ঠিক আগের ম্যাচেই মামণি পাঠচক্রের কাছে হেরে চাপ বাড়ল ইস্টবেঙ্গলে। শেষ মুহূর্তের গোলে বিনো জর্জের দল হারল ০-১ ব্যবধানে। পাঠচক্রের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ডেভিড মোতলা। ১৯ জুলাই লিগের ডার্বি। তার আগে শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন ইস্টবেঙ্গল। আগের ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে কোনওমতে ড্র করেছিল দল। ম্যাচের পর লাল-হলুদ কোচ বিনো সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। এদিনের ম্যাচে তাঁর চিন্তা ছিল গোল খরা কাটানো ছাড়াও ক্লিন-শিট ধরে রাখা। বারাকপুর স্টেডিয়ামে এই দুই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

ছন্নছাড়া ও পরিকল্পনাহীন ফুটবল খেলে ফের ব্যর্থ বিনোর দল। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের ফাঁকফোকর কাজে লাগিয়ে বাজিমাত করল পাঠচক্র। গ্রুপে তারা চারে চার করে শীর্ষস্থান ধরে রাখল। এখনও পর্যন্ত তারা কোনও গোল হজম করেনি। যার নেপথ্যে গোলকিপার অর্ণব দাস। দিনতিনেক আগেই তাঁর মা প্রয়াত হয়েছেন। তারপরেও মাঠে নেমে গোলের নিচে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠে ইস্টবেঙ্গলের প্রায় সব আক্রমণই রুখে দিলেন। ম্যাচের সেরাও হলেন সদ্য মাতৃহারা অর্ণব।

গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের বোঝাপড়ার অভাব দেখা গিয়েছে। ভাল জেসিন টিকে পুরো ফিট নন। মনোতোষ মাজি খেলতে পারছেন না। উল্টোদিকে জয়ের ছন্দে থাকার আত্মবিশ্বাস সঙ্গী ছিল পার্থ সেনের ছেলেদের। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের খামতি কাজে লাগিয়ে গোল তুলে নেয় পাঠচক্র। ৮৭ মিনিটে গোলটি করেন ডেভিড। ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার আদিত্য পাত্র এগিয়ে এসেও দলের পতন আটকাতে পারেননি।

হারের দিনই ডুরান্ড কাপের আগে এফসি গোয়া থেকে রেকর্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে সাইড ব্যাক জয় গুপ্তাকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল।

ইংল্যান্ডে আজ প্রথম ওয়ান ডে

বিশ্বকাপের মহড়ায় পরীক্ষা হরমনদের

সাউদাম্পটন, ১৫ জুলাই : ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথমবার টি-২০ সিরিজ জয়ের নজির গড়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। টি-২০ ক্রিকেটের ছন্দ এবার ওয়ান ডে-তেও ধরে রাখতে চান হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। বুধবার সাউদাম্পটনে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম লড়াই। সেপ্টেম্বরে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা আইসিসি টুর্নামেন্টের আয়োজক। বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের মহড়া এই সিরিজ থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে হরমনপ্রীত, মান্ধানাদের।

নেটে প্রস্তুতি স্মৃতির।

ম্যাচের আগে হরমনপ্রীত জানিয়েছেন, ব্যাটিংয়ে তাঁরা বেশি ফোকাস করছেন।

হরমনপ্রীত বলেছেন, গত দু'বছর ধরে আমরা যে ওয়ান ডে ক্রিকেট খেলেছি সেখানে আমাদের সবসময় ফোকাস ছিল, আগে ব্যাট করলে ৩০০-র বেশি রান তোলা। এতে বোলাররা স্বস্তিতে থাকে। আগে আমাদের কাছে পাঁচ বোলারের বিকল্প থাকত, তাতে স্কোরবোর্ডে কম রান থাকলে কাজটা কঠিন হত। এখন টি-২০ ক্রিকেটের মতো ওয়ান ডে-তেও চার স্পিনার-অলরাউন্ডার খেলানোর সুযোগ পাই আমরা। ফলে বোর্ডে ৩০০ রান থাকলে এই বোলিং কম্বিনেশন সাহায্য করে। টি-২০ সিরিজ হারের পর ওয়ান ডে-তে শক্তি বাড়িয়ে নামছে ইংল্যান্ড। নিয়মিত অধিনায়ক ন্যাট সিভার ব্রান্ট চোট সারিয়ে ফিরছেন। পেসার সোফি একলেস্টোনও ফিরছেন চোট কাটিয়ে।

২০২৮ অলিম্পিকে ক্রিকেট শুরু ১২ জুলাই

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৫ জুলাই : ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। এই খবর নতুন নয়। মঙ্গলবার ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেট ম্যাচের উইন্ডো বা দিনক্ষণ ঘোষণা করল আয়োজক কমিটি। ১৭ দিন ধরে অলিম্পিকে চলবে পুরুষ এবং মহিলাদের ক্রিকেট ম্যাচ। টি-২০ ফরম্যাটে খেলাগুলি হবে। এদিন অলিম্পিক আয়োজক কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৮ সালের ১২ জুলাই থেকে শুরু হবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। ২০ জুলাই মেয়েদের এবং ২৯ জুলাই ছেলেদের পদকজয়ের ম্যাচগুলি হবে। পোমোনার অস্থায়ী একটি মাঠে অলিম্পিক ক্রিকেটের ম্যাচগুলি হবে। আগেই জানানো হয়েছিল ছ'টি করে পুরুষ ও মহিলা দল অংশগ্রহণ করবে অলিম্পিকে। প্রতি দলে থাকবে ১৫ জন সদস্য। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে মোট ১৮০ জন ক্রিকেটার অংশ নিতে পারবেন অলিম্পিকে। যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলা কীভাবে হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।

১৬
১৬ জুলাই ২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

16 July, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহম্মদ শামিকে ছেড়ে দেবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ইঙ্গিত বোলিং কোচ বরুণ অ্যারনের

পন্থের রান আউট নিয়ে আক্ষেপ গিলের

জাদেজা একটু ঝুঁকি নিতে পারত: গাভাসকর

রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল। মঙ্গলবার লন্ডনে।

লন্ডন, ১৫ জুলাই : দুই টেলএন্ডারকে নিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার অসাধারণ লড়াই সত্ত্বেও লর্ডসে হার। সিরিজে পিছিয়ে পড়লেন শুভমন গিলরা। অথচ টেস্টের অধিকাংশ সময়ই ভারত ছিল চালকের আসনে। তাই আক্ষেপের পাশাপাশি চলছে হারের কারণ নিয়ে কাঁটাছেঁড়াও।

লর্ডসের ২২ গজ উত্তপ্ত হয়েছিল দু'দলের ক্রিকেটারদের স্লেজিংয়ে। অতিরিক্ত আগ্রাসী মানসকিতা দেখাতে গিয়েই কি হার? শুভমন যদিও বলছেন, পাঁচ মিনিটের প্রতিক্রিয়া, কখনও একটা পাঁচ দিনের ম্যাচের ফল নির্ধারণ করতে পারে না। স্লেজিং আমাদের হারের কারণ নয়। ভারত অধিনায়ক বরং আক্ষেপ করছেন প্রথম ইনিংসে ঋষভ পন্থের রান আউট নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, পন্থের রান আউট একটা বড় কারণ। একটা সময় মনে হয়েছিল, ৫০-১০০ রানের লিড নেব। কিন্তু পন্থের আউট ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

স্লেজিং নিয়ে শুভমনের ব্যাখ্যা, আবেগের বশে অনেক সময় মাথা গরম হতে পারে। তাতে ম্যাচ আরও উত্তেজক হয়। তাই বলে প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা না করার কোনও কারণ নেই। পরেরবার যখন ওদের বিরুদ্ধে খেলব, তখনও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় থাকবে। কারণ প্রত্যেকেই নিজেদের দলকে জেতানোর জন্য মাঠে নামছে।

সুনীল গাভাসকরও টেস্টের টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করছেন, পন্থের রান আউটকে। গাভাসকর বলছেন, ওই সময় রাহুল ও পন্থ দু'জনেই ক্রিজে জমে গিয়েছিল। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল ব্যাট করতে কোনও সমস্যাই হচ্ছে না। ইংল্যান্ডও দারুণ চাপে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পন্থ নিজের উইকেট উপহার দিয়ে স্টোকসদের খেলায় ফিরিয়ে আনে।

একই সঙ্গে সানি মনে করেন, জাদেজা রান তাড়া করার সময় আরও একটু ঝুঁকি নিতেই পারতেন। তাঁর বক্তব্য, জাদেজা অসাধারণ ব্যাট করেছে। ওকে এতটুকুও খাটো করছি না। তবে জো রুট ও শোয়েব বশির যখন বল করছিল, তখন চালিয়ে খেলার ঝুঁকি নিতেই পারত। এই প্রসঙ্গে সানির সঙ্গে একমত আরেক প্রাক্তন অনিল কুম্বলেও। মঙ্গলবার লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট দল। লর্ডসে শুভমনদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেন রাজা তৃতীয় চার্লস। অন্যদিকে, হরমনপ্রীত কৌরদের টি-২০ সিরিজ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। পরে শুভমন বলেন, রাজ-সাক্ষাতে অভিভূত শুভমন বলেছেন, অসাধারণ অভিজ্ঞতা। উনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, যেভাবে লর্ডস টেস্টে আমাদের শেষ উইকেট পড়েছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। আমরা বলেছি, ম্যাচের ফল যে কোনও দলের পক্ষেই যেতে পারত।

চোটে সিরিজ শেষ বশিরের

দলে এলেন ডসন

লন্ডন, ১৫ জুলাই : মহম্মদ সিরাজকে আউট করে ইংল্যান্ডকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়েছিলেন। সেই শোয়েব বশিরকে সিরিজের শেষ দুটো টেস্টে পাচ্ছেন না বেন স্টোকসরা। লর্ডসে ভারতের প্রথম ইনিংসে নিজের বলে ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়েছিলেন বশির। ওই অবস্থাতেই দ্বিতীয় ইনিংসে বল করেছিলেন। তবে চলতি সিরিজে আর দেখা যাবে না পাক বংশোদ্ভূত ইংরেজ স্পিনারকে। এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, শোয়েব বশিরের বাঁ হাতের আঙুলে

চিড় ধরেছে। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে বাকি দুই টেস্টে খেলতে পারবেন না। এই সপ্তাহেই বশিরের আঙুলে অস্ত্রোপচার হবে। তাঁর পরিবর্তে চতুর্থ টেস্টের দলে ঢুকেছেন বাঁ হাতি লিয়াম ডসন। ৩৫ বছরের ডসন ইংল্যান্ডের হয়ে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলেছেন। দীর্ঘ ৮ বছর পর তিনি ফের টেস্ট দলে সুযোগ পেলেন। আগামী ২৩ জুলাই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হবে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ৩১ জুলাই থেকে ওভালে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।

পরের দুটো টেস্টেই বুমরাকে চান কুম্বলে

লন্ডন, ১৫ জুলাই : সিরিজ বাঁচাতে হলে শেষ দুটো টেস্টেই জসপ্রীত বুমরাকে খেলাও। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে বার্তা দিলেন অনিল কুম্বলে। লর্ডসে হারের পর, সিরিজে আপাতত ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমন গিলরা। আগামী ২৩ জুলাই থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হচ্ছে চতুর্থ টেস্ট। সেখানে বুমারার খেলা নিয়ে অনিশ্চিয়তা রয়েছে। কারণ ভারতীয় দলের তরফ থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটে টেস্টের বেশি খেলানো হবে না বুমরাকে। কারণ ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট।

কুম্বলে যদিও বলছেন, আমি যদি টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ হতাম, তাহলে অবশ্যই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলার জন্য বুমরাকে জোর করতাম। কারণ লর্ডসের হারের পর, চতুর্থ টেস্টের গুরুত্ব প্রচণ্ড। যদি বুমরাকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলানো না হয় এবং ভারত হেরে যায়, তাহলে ওখানেই সিরিজ শেষ।

কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার আরও যোগ করেছেন, আমি তো মনে করি, বুমরাকে শেষ দুটো টেস্টেই খেলানো উচিত। জানি, বুমরাকে তিনটের বেশি টেস্ট না খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এই সিরিজের পর একটা লম্বা বিরতি ও পাবে। পরের টেস্ট সিরিজ ভারতের মাটিতে। চাইলে ওই সিরিজে বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়াই যেতে পারে। প্রসঙ্গত, চলতি সিরিজে বুমরা ২ টেস্টে ১২ উইকেট দখল করেছেন। পাশাপাশি এটাও ঘটনা, যে দুটো টেস্টে বুমরা খেলেছেন, দু'টিতেই (হেডিংলে ও লর্ডস) ভারত হেরেছে!

দ্য হান্ড্রেডে অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ১৫ জুলাই : চলতি মাসেই ৪৩তম জন্মদিন পালন করবেন। সেই জিমি অ্যান্ডারসনকে সই করাল ইংল্যান্ডের ক্রিকেট লিগ দ্য হান্ড্রেডের অন্যতম দল ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (৯৯১টি উইকেট) অ্যান্ডারসনকে ৩১ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে দলে টেনেছে তারা। গত বছরের জুলাইয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও চুটিয়ে খেলে যাচ্ছেন। জাতীয় দলের ফাস্ট বোলিং পরামর্শদাতা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগেও অভিষেক হতে চলেছে অ্যান্ডারসনের।

সৌরভের জার্সি ঘোরানোর ভিডিও দেখে মাঠে নেমেছিল

লন্ডন, ১৫ জুলাই : চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরেই নজর কেড়েছেন জোফ্রা আর্চার। লর্ডস টেস্টের দু'ইনিংসে তাঁর শিকার মোট পাঁচ উইকেট। তবে শেষ দিনের প্রথম সেশনে ঋষভ পন্থ এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে আউট করে ইংল্যান্ডের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দিয়েছিলেন ডানহাতি ফাস্ট বোলার।

বেন স্টোকস জানাচ্ছেন, শেষ দিনে মাঠে নামার আগে লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জার্সি ঘোরানোর ভিডিও দেখেছিলেন ইংরেজ পেসার। প্রসঙ্গত, ২০০২ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল ভারত। তৎকালীন ভারত অধিনায়ক সেদিন জয়ের পর লর্ডসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জার্সি খুলে ঘুরিয়েছিলেন।

স্টোকসের বক্তব্য, মাঠে নামার আগে আর্চার সৌরভের ওই ভিডিও দেখেছিল। ও ভেবেছিল, ওই ঘটনা বিশ্বকাপ ফাইনালে ঘটেছিল। আমি ওকে বলি, না এটা ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালে হয়েছিল। বিশ্বকাপ ফাইনালে আমরা জিতেছিলাম। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে এই লর্ডসেই ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। স্টোকস বলেন, সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছ'বছর আগের দিনটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা আর্চারের কাছে চলে যাই। বিশ্বকাপ জয়ে আর্চারের বড় অবদান ছিল। দারুণ বল পারফরম্যান্স করেছিল। এবার এই টেস্ট কীভাবে জিততে পারি, তা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি। আরও একবার আর্চার নিজের কাজটা সঠিকভাবে করে দেখাল।

আর্চারে মুগ্ধ স্টোকস

দু'ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন স্টোকসও। ব্যাট হাতে তাঁর অবদান যথাক্রমে ৪৪ ও ৩৩। টেস্টের সেরাও হয়েছেন তিনি। তবে ইংল্যান্ড অধিনায়কের সেরা কীর্তি প্রথম ইনিংসে ঋষভ পন্থকে সরাসরি রান আউট করা। যাকে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্টোকস বলছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পন্থকে আউট করতে পেরেছিলাম। ও দৌড়ের সময় সামান্য দ্বিধায় ছিল। সেটা দেখেই উইকেটে বল ছুঁড়েছিলাম। ওটাই টেস্টের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে স্টোকসের বক্তব্য, আমি অলরাউন্ডার। দলকে সাহায্য করার চারটে সুযোগ থাকে। দু'বার ব্যাট হাতে। দু'বার বল হাতে। আমি যতটা সম্ভব নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।